POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 17

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 26 শে এপ্রিল, 2018 9 শাবান 1439 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ
وَاشۡكُرُوۡا لِلّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ اِيَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক' (আল-বাকারা: ১৭৩)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

ফেরেশতা যেভাবে বলিয়াছিল যে, এই রুটি তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য, ঠিক তদ্রূপেই করুণাময় খোদা আমাকে ও আমার সঙ্গেকার দরবেশদিগকে প্রতিদিন নিজের পক্ষ হইতে এই নিমন্ত্রণ জানাইয়া থাকেন। অতএব, তাঁহার প্রতিদিনের নূতন নিমন্ত্রণ আমাদের জন্য এক নূতন নিদর্শন হইয়া থাকে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

১২০নং নিদর্শনঃ লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম সম্পর্কে খোদা আমার জন্য একটি নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু এই নিদর্শনের প্রথম সাক্ষী বদর পত্রিকার সম্পাদক মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, তাই তাহার নিজের হাতেরই লেখা চিঠি সাক্ষ্য হিসেবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। চিঠি এইরূপ-

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

হযরত আকদস মুরশেদানা ওয়া মাহদীয়ানা মসীহে মওউদ ওয়া মাহদীয়ে মা'হুদ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

জানাবে আলী, যখন 'উম্মেহাতুল মুমেনীন' পুস্তকটি খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম এর সদস্য সরকারের নিকট এই পুস্তকের বিষয়-বস্তুর স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিল যে, এই পুস্তকের প্রকাশনা বন্ধ করা হউক এবং এইরূপ নোংরা পুস্তকের প্রণেতাকে অভিযুক্ত করিয়া সতর্ক করিয়া হউক। ঐ সময়ে এই অধম লাহোরে একাউনটেন্ট জেনারেল-এর অফিসে কর্মচারী ছিলাম এবং কোন এক ছুটি উপলক্ষ্যে দুই চার দিনের জন্য কাদিয়ানে আসিয়াছিলাম। যখন হুযুরের খেদমতে তাহাদের স্মারক লিপির সম্পর্কে বলা হইল তখন আমার খুব স্মরণ আছে যে, অনেক লোকের সঙ্গে হুযুর বাগানের দিকে ভ্রমণে যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম.এ-ও ছিলেন। তখন হুযুর বলেন, আঞ্জুমান ইহা ঠিক কাজ করে নাই। আমি স্মারক লিপির কঠোর বিরোধী। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধে হুযুর লিখিতভাবে একটি স্মারক লিপি সরকারের খেদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুযুর এই স্মারকলিপি ১৮৯৮ সালে ৪ঠা মে তারিখে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে আঞ্জুমানওয়ালারা অনেক হৈচৈ করিল এবং পত্র-পত্রিকায় হুযুরের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিল। এই দিনগুলিতে যখন হুযুর বাহিরে ভ্রমণের জন্য গেলেন তখন হুযুর বলিয়াছিলেন, লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতুল ইসলামের এই কাজ সম্পর্কে আমার নিকট ইলহাম হইয়াছে যে, سَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ। ইহার অনুবাদ ও ভাবার্থ সম্পর্কে হুযুর বলেন, শীঘ্রই আঞ্জুমানওয়ালার আমার কথা স্মরণ করিবে যে, এই পন্থা অবলম্বনের মধ্যে ব্যর্থতা আছে। পক্ষান্তরে আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ খণ্ডন করা, এবং উহাদের উত্তর দেওয়া) সেই পন্থা আমি খোদা তা'লার উপর সোপর্দ করিতেছি, অর্থাৎ খোদা আমার কাজকে সংরক্ষণ করিবেন। কিন্তু আঞ্জুমনাওয়ালারা 'উম্মেহাতুল মো'মেনীন'-এর প্রণেতাকে শাস্তি প্রদানের যে সংকল্প করিয়াছে ইহাতে তাহারা কখনো কৃতকার্য হইবে না। পরে তাহারা স্মরণ করিবে, যে পন্থা পূর্বে বলা হইয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষেই সঠিক ছিল। এই ইলহাম শোনার দুই একদিন পরে যখন আমি লাহোরে ফিরিয়া গেলাম, তখন লাহোরের গুমটি বাজারস্থ মসজিদে সাধারণভাবেই একটি সভা করা হইল। ঐ সভায় এই অধম নিজের কাদিয়ান সফর রিপোর্ট শুনাইতেছিলাম। বস্তুতঃ হুযুরের এই ইলহাম ও উহার ব্যাখ্যা এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুনানো হইল। প্রায় শুনাইয়াই ফেলিয়াছিলাম এমন সময়ে এক ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, লেফটেনেন্ট গভর্নর-এর পক্ষ হইতে আঞ্জুমানের নিকট উত্তর আসিয়াছে। তাহাদের স্মারক লিপি নামঞ্জুর হইয়াছে এবং 'উম্মেহাতুল মো'মেনীন' পুস্তকের প্রণেতা কোন দন্ডবিধির আওতায় আসিতে পারে না। তখন ঐ সংবাদ শুনায় সভায় উপস্থিত সকলের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হইল এবং সকলে খোদা তা'লার আশ্চর্যজনক কাজের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিল। (গ্রন্থকার) হুযুরের পরম বিনীত অধম দাস, মোহাম্মদ সাদেক।

১২১নং নিদর্শনঃ ১৯০২ সালের ৪ঠা এপ্রিলের দিনগুলিতে যখন ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছিল তখন যেহেতু খোদা তা'লার পক্ষ হইতে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, এই ভূমিকম্পই শেষ ভূমিকম্প নহে, আরও ভূমিকম্প আসিবে, তাই আমি সাবধানতামূলক সপরিবারে এবং নিজের জামাতের অধিকাংশ লোককে লইয়া বাগানে চলিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে একটি বড় ময়দানে দুইটি তাবু খাটাইয়া আমরা বাস করিতেছিলাম। এই সময় আমার স্ত্রী ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্বর কখনো ছাড়িতেছিল না এবং ইহার সাথে কাশিও ছিল। আমার একনিষ্ঠ বন্ধু মৌলভী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু কোন উপকার হইতেছিল না। অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিল যে, তাঁহার উঠা-বসা বন্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মহিলারা তাঁহাকে চারপাইতে বসাইয়া তাবুতে লইয়া যাইত এবং প্রাতঃকালে চারপাইতে বসাইয়া বাগানে লইয়া আসিত। তাঁহার শরীর দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছিল। অবশেষে আমি মনোযোগের সঙ্গে দোয়া করিলাম। ইলহাম হইল اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছে। শীঘ্রই তিনি আমাকে বলিয়া দিবেন রোগ কি এবং ইহার চিকিৎসা কী? এই ইলহামের কয়েক মিনিট পরে আমার হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, এই রোগ যকৃতের এবং আমার হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, 'শেফাউল আসকাম' পুস্তকের ব্যবস্থাপত্র ইহার জন্য উপকারী হইবে। অতএব ঐ ব্যবস্থাপত্র তৈরী করা হইল এবং উহা ছিল বড়ি। যখন তিন চারটি খাওয়া হইল তখন একদিন প্রাতঃকালে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আব্দুর রহমান নামে এক ব্যক্তি আমাদের ঘরে আসিয়াছে এবং সে দাঁড়াইয়া বলিল, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। খোদার এই অদ্ভুত লীলা যে, একদিকে এই স্বপ্ন দেখিলাম এবং অন্যদিকে যখন আমি শিরা দেখিলাম তখন জ্বরের নাম নিশানাও ছিল না।

১২২নং নিদর্শনঃ আজ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি স্বপ্নে দোকান সদৃশ একটি উচ্চ মাচান দেখিলাম। সম্ভবতঃ উহার উপর ছাদও ছিল। একটি খুব সুন্দর বালক উহার উপর বসিয়া আছে। তাহার বয়স ছিল প্রায় সাত

এরপর শেষের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

অফিসের বাইরে জামাতী কাজ ছাড়া মুরুব্বীদের সারা দিন অফিসেই থাকা উচিত। এই বিষয়টি স্থানীয় আহমদীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তারা যেন যে কোন সময়ে মুরুব্বীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন।

কখনোই আপনার সময় অপচয় করা উচিত নয়। বরং আপনার কাছে সময় থাকলে সেটিকে কোন গঠনমূলক কাজে ব্যায় করা উচিত। সেই সময়টুকু বই পুস্তক অধ্যয়ন এবং নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির কাজে লাগান। বিশেষ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়ুন এবং পুনরায় পড়ুন। নিয়মিত The Essence of Islam অধ্যয়ন করুন। অধ্যাবসনা ছাড়া আপনি সেই সমস্ত বিষয়গুলিও ভুলে যাবেন যেগুলি আপনি জানেন। যে মনে করে যে, জামেয়াতে শিক্ষালাভের পর জ্ঞানী হয়ে গেছে, সে ভ্রান্তিতে রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কাজ লক্ষ্য করছেন। নিজের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর মুরুব্বীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী

[আবিদ ওহীদ খান সাহেবের ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে সংগৃহিত (সংক্ষিপ্ত)]
(অনুবাদ-মির্যা সফিউল আলম)

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত যুবক মুরুব্বীদের একটি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

২১ শে আগস্ট, ২০১৬: যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত যুবক মুরুব্বীদের একটি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-সাক্ষাত করেন। এই মুরুব্বীগণ কানাডার জামেয়া থেকে শিক্ষার্জন করে মুরুব্বী হয়েছেন এবং তাদেরকে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বৈঠক চলাকালীন আমি দেখেছি যে, হুযুর আনোয়ার মুরুব্বীদেরকে কতটা ভালবাসেন। হুযুর তাদেরকে একঘন্টারও বেশি সময় দেন যাতে তাদের মনে যা কিছু প্রশ্ন আছে বা কোন সমস্যা রয়েছে সেগুলি তারা হুযুর আনোয়ারকে স্পষ্ট করে বলতে পারে। হুযুর আনোয়ার তাদের পথ-প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, কিভাবে কাজ করতে হয়।

* নামাযের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে ফজরের নামায মসজিদে গিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। বিশেষ করে সেই সকল সদস্যদেরকে যারা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় থাকেন। আপনাকে দেখতে হবে যে, কোন কোন সদস্যের কাছে গাড়িতে জায়গা আছে এবং তাদেরকে সঙ্গে করে নামাযের জন্য নিয়ে আসতে পারে।

হুযুর আনোয়ার আরেক মুরুব্বীকে বলেন, যদি একজন ব্যক্তিও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে না আসে, তবুও আপনি মসজিদে যাবেন, মসজিদের দরজা খুলবেন এবং নিজের নামায মসজিদেই পড়ে নিবেন। আপনাকে অবশ্যই অন্যদের জন্য নমুনা হতে হবে।

* হুযুর আনোয়ার একথার গুরুত্বও স্পষ্ট করে দেন যে, অফিসের বাইরে জামাতী কাজ ছাড়া মুরুব্বীদের সারা দিন অফিসেই থাকা উচিত। হুযুর বলেন, এই বিষয়টি স্থানীয় আহমদীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তারা যেন যে কোন সময়ে মুরুব্বীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন।

মুরুব্বীদের কে একটি সার্বজনীন নির্দেশনা প্রদান করে হুযুর বলেন, অন্ততঃপক্ষে তিন মাস পূর্বে আপনাদের কাজের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরী করে ফেলা উচিত এবং সেই সমস্ত জামাতকে বারবার নোটিস দেওয়া উচিত যেখানে আপনি সফরে যাবেন, যাতে তারাও সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি করতে পারে। এরফলে তারাই উপকৃত হবে। আপনাকে এই জন্য জামাতসমূহ পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয় না যে, স্থানীয় জামাতকে না জানিয়েই সেখানে চলে যাবেন, বরং তাদের তরবীয়তের জন্য, তাদের দিক-নির্দেশনার জন্য এবং তাদের সহায়তার জন্য আপনাদেকে সেখানে পাঠানো হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মুরুব্বী হিসেবে কখনোই আপনার সময় অপচয় করা উচিত নয়। এর বিপরীতে, আপনার কাছে সময় থাকলে সেটিকে কোন গঠনমূলক কাজে ব্যায় করা উচিত। সেই সময়টুকু বই পুস্তক অধ্যয়ন এবং নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির কাজে লাগান। বিশেষ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়ুন এবং পুনরায় পড়ুন। নিয়মিত The Essence of Islam অধ্যয়ন করুন। অধ্যাবসনা ছাড়া আপনি সেই সমস্ত বিষয়গুলিও ভুলে যাবেন যেগুলি আপনি জানেন। যে মনে করে যে, জামেয়াতে শিক্ষালাভের পর জ্ঞানী হয়ে গেছে, সে ভ্রান্তিতে রয়েছে।

একজন মুরুব্বী হুযুর আনোয়ার (আই.) কে বলেন, যুক্তরাজ্যের জামেয়া থেকে শিক্ষার্জন করা মুরুব্বীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষার্জন করা মুরুব্বীদের তুলনায় নিয়মিত হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে।

হুযুর বলেন, এই কক্ষেও কয়েকজন যুক্তরাজ্যের জামেয়া থেকে পাস করা মুরুব্বী রয়েছেন যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে আমাকে নিয়মিত পত্র লেখে, কিন্তু অনেকে অনিয়মিত।

হুযুর বলেন, আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, আপনারা সব সময় স্মরণ রাখবেন, আমি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি।

কানাডার জামেয়া উত্তীর্ণ মুরুব্বীদের সঙ্গে সাক্ষাত

সেদিনই বিকেলে কানাডার জামেয়া থেকে ২০১৬ সালে পাস করা মুরুব্বীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত মুরুব্বীরা হুযুরের নির্দেশে আফ্রিকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সেখানে গিয়ে তারা সেখানকার স্থানীয় জামাতে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করে প্রশিক্ষন লাভ করবে।

হুযুর আনোয়ার সামগ্রিকভাবে মুরুব্বীদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আজকের এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু আপনারা যেহেতু খুব শীঘ্র আফ্রিকা যেতে চলেছেন, এই কারণে আমি আপনাদেরকে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই। স্মরণ রাখবেন, আপনারা যদি আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেন এবং উত্তম আচরণ করেন, তবে তারা আপনার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আপনি কোনভাবে সেখানে কোনভাবে কর্তৃত্ব ফলাতে যান তবে আপনার সঙ্গ দিবে না এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

হুযুর বলেন, আপনারা যখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যাবেন, তখন পরিশ্রুত পানি পান করার চেষ্টা করবেন বা অন্ততঃপক্ষে এটুকু সুনিশ্চিত করবেন, যে পানি পান করছেন তা যেন ফোটানো হয়। এছাড়াও আপনার স্থানীয় খাওয়ার খাওয়া উচিত এবং স্থানীয় মানুষ এবং জামাতের সদস্যদের সঙ্গে আপনাকে একাত্মতা তৈরী করতে হবে।

হুযুর তাঁর এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শোনান। তিনি বলেন, আফ্রিকায় জীবনযাপনের মান পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। আমি যখন সেখানে ছিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে বাইরেও শুতে হত। তাই সুযোগ পেলে আপনাদেরও উচিত অন্ততঃ পক্ষে একবার বাইরে শোওয়া।

হুযুর বলেন, আফ্রিকার মানুষ আপনার নুমুনা দেখে চলবে। তাই আপনি যদি ফজরে ঘুমিয়ে থাকেন, তবে তারা ধারণা করবে ফজরে ঘুমিয়ে থাকা সকলের জন্যই বৈধ। আপনারা এখন মুরুব্বী। অতএব, সব সময় স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কাজ লক্ষ্য করছেন। নিজের দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

হুযুর আনোয়ারের প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ

সেদিনই সন্ধ্যায় হুযুরের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করার সম্মান লাভ করি। আমি হুযুরের কাছে নিবেদন করি যে, ব্রিটেনে এক খ্যাতনামা উগ্রপন্থী মুসলিম আলেমকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে শাস্তি শোনানো হয়েছে। মিডিয়া আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে আর জিজ্ঞাসা করছে, তাকে শাস্তি শোনানোয় আমরা কি আনন্দিত এবং আশ্বস্ত হয়েছেন? আমার বিশ্বাস ছিল, হুযুর আানোয়ার আমাকে বলবেন যে, এ বিষয়ে আমরা আনন্দিত, কেননা সে সন্ত্রাসী ছিল। কিন্তু হুযুর আনোয়ারের উত্তর এর থেকে ভিন্ন ছিল। হুযুর এমন সুন্দর উত্তর প্রদান করবেন, আমি ধারণাও করতে পারি নি।

হুযুর বলেন: আমরা এতে কখনোই আনন্দিত হতে পারি না, কেননা, একজন মুসলমান দেশীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সে বিদ্বেষ ও সন্ত্রাস প্রসার করেছে। আর এই সব কিছু সে করেছে ইসলামের নামে। তাই আজ আমরা কিভাবে আনন্দিত হতে পারি? আমরা এই সংবাদে কিভাবে স্বস্তি পেতে পারি?

হুযুর আরো বলেন, অবশ্য এটি ভাল কথা যে, সে এখন আইনের হাতে ধরা পড়েছে আর আমি আশা করি অন্যান্য উগ্রবাদীদের জন্যও এটি একটি সতর্কবাতা হবে আর তাদের জন্যও যারা উগ্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা কখনোই আনন্দিত হতে পারি না যে, ইসলামের পবিত্র নামকে পুনরায় দুর্নাম করা হয়েছে। এই ব্যক্তি যে বিদ্বেষের প্রসার করত আর অন্যান্য মুসলমানদেরকে উগ্রবাদের দিকে প্রলুব্ধ করত, তা আমাদেরকে কখনোই আনন্দিত করতে পারে না।

জুমআর খুতবা

সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম আজমাঈন রসূলে করীম (সা.)-এর সীরাতের উজ্জ্বল প্রমাণ ছিলেন। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের সম্মান করে না, সে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিও কখনোই সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না।

সাহাবায়ে কেরামের জামা'ত সেই পবিত্র জামা'ত ছিল যারা তাদের নবী (সা.) থেকে কখনো পৃথক হন নি আর তাঁর পথে জীবন উৎসর্গ করতেও তারা দ্বিধান্বিত হতেন না, বরং দ্বিধা করেন নি। রসূলে করীম (সা.) -এর আনুগত্যে তারা এমনভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, এই পথে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করতে তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন।

অতএব এই হলো সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিমের সেই মর্যাদা যা প্রত্যেক আহমদীর নিজের সামনে রাখা উচিত। আমরা যখন সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে অধ্যয়ন করি এবং তাদের ব্যবহারিক আমল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখনই তাদের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা আমাদের সামনে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। আর এই মাকাম বা মর্যাদা আমাদের দৃষ্টি যেন এদিকে নিবদ্ধ করে যে, তাঁদের সীরাত, জীবনাদর্শ, তাঁদের কর্ম, আনুগত্য এবং তাঁদের ইবাদতের মান আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা আর আমরা যেন এগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করি।

মহানবী (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবা- হযরত আবু দাজানা আনসারী, হযরত মহম্মদ বিন মাসলামা, হযরত আবু আয়্যুব আনসারী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, হযরত মাআয এবং হযরত মাঊয রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর বিষয়ে ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা

ঘানার মাননীয় আলহাজ্জ ইসমাঈল বি.কে অডো সাহেবের মৃত্যু, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র রাবে (রহ.)-এর উর্দু ক্লাসে 'বড় বাচ্চা' (বড় শিশু) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৬ই মার্চ, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৬ আমান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিমের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"সাহাবায়ে কেরাম রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম আজমাঈন রসূলে করীম (সা.)-এর সীরাতের উজ্জ্বল প্রমাণ ছিলেন। আর কোন ব্যক্তি যদি সেই প্রমাণাদিকে নষ্ট করে তাহলে সে যেন রসূলে করীম (সা.)-এর নবুওয়তকেই নষ্ট করতে চায়। অতএব সেই ব্যক্তিই রসূলে করীম (সা.)-এর সত্যিকার মর্যাদা প্রদান করতে পারে যে সাহাবায়ে কেরামকে মর্যাদা দেয় বা সম্মান করে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের সম্মান করে না, সে রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিও কখনোই সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না। সে এই দাবিতে মিথ্যাবাদী, যদি সে এ কথা বলে যে, আমি রসূলে করীম (সা.) কে ভালোবাসি। কেননা এটি কখনোই হতে পারে না যে, কেউ রসূলে করীম (সা.)-কে ভালোবাসবে আর অপর দিকে সাহাবাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৮)

তিনি (আ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের জামা'ত সেই পবিত্র জামা'ত ছিল যারা তাদের নবী (সা.) থেকে কখনো পৃথক হন নি আর তাঁর পথে জীবন উৎসর্গ করতেও তারা দ্বিধান্বিত হতেন না, বরং দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা.) -এর আনুগত্যে তারা এমনভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, এই পথে সকল প্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করতে তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৮)

অতএব এই হলো সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিমের সেই মর্যাদা যা প্রত্যেক আহমদীর নিজের সামনে রাখা উচিত। আমরা যখন সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে অধ্যয়ন করি এবং তাদের ব্যবহারিক আমল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখনই তাদের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা আমাদের সামনে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। আর এই মাকাম বা মর্যাদা আমাদের দৃষ্টি যেন এদিকে নিবদ্ধ করে যে, তাঁদের সীরাত, জীবনাদর্শ, তাঁদের কর্ম, আনুগত্য এবং তাঁদের ইবাদতের মান আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা আর আমরা যেন এগুলোকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার চেষ্টা করি। এখন আমি কতিপয় সাহাবীর কিছু ঘটনা উল্লেখ করব।

একজন সাহাবী ছিলেন আবু দাজানা আনসারী। তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনিও রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সম্মান লাভ করেছিলেন আর যুদ্ধে পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করার সম্মান লাভ করেন আর যুদ্ধের পট বা পরিস্থিতি পরিবর্তনের পর অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানরা বিজয় লাভ করছিল কিন্তু পরে পরিস্থিতি যখন পাল্টে যায় আর একটি স্থান পরিত্যাগের কারণে কাফেররা পুনরায় হামলা করে এবং যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যায় তখন যে সাহাবীগণ রসূলে করীম (সা.)-এর নিকটে ছিলেন তাদের একজন ছিলেন হযরত আবু দাজানা। রসূলে করীম (সা.)-এর সুরক্ষায় তিনি মারাত্মকভাবে আহতও হয়েছিলেন কিন্তু গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পিছপা হন নি।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৭, হযরত আবু দাজানা আনসারী)

তার সম্পর্কে এ ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) যখন স্বীয় তরবারি উঁচু করে বলেন যে, কে আছে যে আজ এই তরবারির মর্যাদা রক্ষা করবে? তখন হযরত আবু দাজানা আনসারী সামনে অগ্রসর হন এবং বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি যে, আমি এই তরবারির মর্যাদা রক্ষা করব। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এই আবেগ ও স্পৃহা দেখে তাকে তরবারি দিয়ে দেন। এরপর তিনি সাহস করে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই তরবারির মর্যাদা কীভাবে রক্ষা হবে? তিনি (সা.) বলেন, এই তরবারি কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটাবে না আর দ্বিতীয়ত কোন কাফের শত্রু এর থেকে রক্ষা পাবে না। (সহী মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা)

সেসব কাফের যারা শত্রুতা পোষণ করে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে এই তরবারি। তিনি এই তরবারিনিয়ে অত্যন্ত গর্ব ও দর্পের সাথে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সা.) বলেন, সাধারণ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা এরূপ দাম্ভিকতা পছন্দ করেন না কিন্তু আজ যুদ্ধের ময়দানে আবু দাজানার দম্ভের সাথে চলার এই আচরণ আল্লাহ্ তা'লার অনেক পছন্দ হয়েছে।

(আসাদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩)

ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দুর্গের দরজা খোলার জন্য কৌশল বার করেন। (দূর্গ ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আর শত্রুরা কৌশল করে দরজা বন্ধ করে নিয়েছিল) তখন তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, আমাকে প্রাচীরের ভিতরে ফেলে দাও,অনেক উঁচু প্রাচীর ছিল। এভাবে তাকে যখন দেওয়ালের ভিতরে নিক্ষেপ করা হয় তখন পড়ে যাওয়ার কারণে তার একটি পা-ও ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে দুর্গের দরজা খুলে দেন আর মুসলমানরা ভিতরে প্রবেশ করে। বিস্ময়কর বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন তিনি। কিন্তু যাহোক এ অবস্থায় যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হন।

(আসাদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩)

একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি তার সাথিকে বলেন, হতে পারে আমার দু'টি আমল আল্লাহ্ তা'লা কবুল করবেন। একটি হলো, আমি কোন বৃথা কথা বলি না, কোন প্রকার কুৎসা বা পরনিন্দা করি না, কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে কথা বলি না। আর দ্বিতীয়টি হলো, কোন মুসলমানের জন্য আমার হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ নেই।

(আত তিবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২০)

এরপর হযরত মুহাম্মদ মাসলেমা (রা.)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি প্রারম্ভিক আনসারী মুসলমানদের একজন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে মুহাম্মদ বিন মাসলেমা (রা.)ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে অবিচল থাকেন। তিনি একটি বিশেষত্বের মালিক ছিলেন, আর তা হলো তার সপক্ষে রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সা.) তাকে নিজ তরবারি দিতে গিয়ে বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরেকদের সাথে তোমার যুদ্ধ হবে এই তরবারি দিয়ে তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে। আর এমন যুগে যখন মুসলমানরাই পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হবে তখন তুমি এই তরবারি ভেঙে ফেলবে এবং নিজ ঘরে বসে যাবে, এমনকি কেউ তোমার ওপর হামলাও করে বা তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়।

তিনি এই নসীহতের ওপর পূর্ণরূপে আমল করেন আর হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর এই আমল তিনি এভাবে করেন যে, কার্যতই তিনি সেই তরবারি ভেঙে ফেলেন এবং একটি কাঠের তরবারি বানিয়ে নিজ তরবারির খোপে রাখতেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, এতে কী লাভ হয়? তিনি বলেন, এর প্রজ্ঞা হলো প্রতাপ যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর রসূলে করীম (সা.)-এর আদেশও আমি এভাবে পালন করেছি যে, এখন আমি লোহার তরবারি রাখি না আর কাঠের তরবারি কারো ক্ষতি করতে পারবে না। কোন কোনও সাহাবী বলতেন, কারো ওপর যদি নৈরাজ্যের কোন প্রভাব না পড়ে থাকে অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর মুসলমানদের মাঝে যে নৈরাজ্য শুরু হয়- এর প্রভাব যদি কারো ওপর না পড়ে থাকে তবে তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন মাসলেমা। তিনি ফিতনা বা নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্জন স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন আর বলতেন, নৈরাজ্যের অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমার ইচ্ছা হলো আমি জনশূন্য এলাকায় বসবাস করব।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লে ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৮-৩৪০)

অতএব এরা ছিলেন সেই সকল লোক যারা এ জন্য যুদ্ধ করেছেন যে, ধর্মের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে এবং এ জন্য যে, রসূলে করীম (সা.) বলেছিলেন, যে মুশরেকরা ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আক্রমণ করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যতদিন মুসলমানরা এই কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের শক্তিসামর্থ্যও বজায় থেকেছে আর তারা বিজয় লাভ করতে থেকেছে। কিন্তু যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আর মুনাফেকদের কথায় প্ররোচিত হয়ে তারা একে অপরের গলা কর্তন আরম্ভ করে তখন রাজত্ব চলমান থাকলেও একতা ছিল না আর ক্রমশঃ রাজত্বও দুর্বল হতে থাকে। আর আজ আমরা দেখছি যে, মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আর রসূলে করীম (সা.)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও পূর্ণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ অন্ধকার যুগের পর যখন আলোর যুগ আসবে, মসীহ্ মওউদের যুগ আসবে তখন মসীহ্ মওউদকে তোমরা গ্রহণ করে নিও এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেও, কেননা এতেই কল্যাণ নিহিত। কিন্তু সেই আগমনকারীকে না মেনে মুসলমানদেরকে এখন আমরা দেখছি যে, নিজেদের দেশেই তারা পরস্পরের রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে আর এর ফলস্বরূপ আজ কার্যত বিজাতি অর্থাৎ অমুসলিম বিশ্ব মুসলমানদের ওপর রাজত্ব করছে।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলেমা (রা.)-এর চরম বিচক্ষণতা ও আনুগত্যকারী হওয়ার ঘটনাও পাওয়া যায় আর এ কারণে খলীফারাও তার অনেক সম্মান করতেন। বিশেষ করে হযরত ওমর এবং ওসমান (রা.) তাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব প্রদান করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে অনেক সময় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আসত, অর্থাৎ যারা কাজ করত এবং ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যারা নিযুক্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে যখন অন্যান্য দেশ ও স্থান থেকে অভিযোগ আসত তখন সেগুলোর তদন্তের জন্য তিনি মুহাম্মদ বিন মাসলেমাকে প্রেরণ করতেন।

(আত তিবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭)

প্রাথমিক যুগের একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.)। রসূলে করীম (সা.)-এর সময় প্রাথমিক যুগে মদীনায় যারা আতিথেয়তা করার সুযোগ লাভ করেছেন তারা সৌভাগ্যবান ছিলেন। প্রত্যেকেরই বাসনা ছিল রসূলে করীম (সা.) যেন তার ঘরে অবস্থান করেন আর সবাই তখন রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে এই কথার উল্লেখ করছিলেন এবং তাঁর সমীপে আবেদন করছিলেন। তিনি (সা.) তখন বলেন, আমার গাভী উটকে খোলা ছেড়ে দাও, যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হবে সেখানেই এটি দাঁড়িয়ে যাবে। হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.)-এর সৌভাগ্য যে, উটনী তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু তবুও মানুষ আশ্বস্ত হয় নি। তারা বলে, আমাদের বাড়িও নিকটেই রয়েছে, আমাদের এখানে অবস্থান করুন। তখন রসূলে করীম (সা.) লটারী করেন আর লটারীতেও হযরত আবু আয়্যুব আনসারীর নামই আসে।

(আত তিবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৩)

রসূলে করীম (সা.) তাঁর ঘরে অবস্থান নেন। তার যে ঘর ছিল সেটি দ্বিতল ছিল, ওপর তলায় আবু আয়্যুব আনসারী থাকতেন আর নিচের অংশ পুরোটাই তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য ছেড়ে দেন। এক রাতে তারা ওপরে ছিলেন এমন সময় পানির একটি বড় মটকা ভেঙে যায়। সেই যুগে মাটির অর্থাৎ পোড়া মাটির পাত্র ব্যবহৃত হতো যাতে পানি রাখা হতো। এখনো আমাদের তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশসমুহে যেমন- পাকিস্তান, আফ্রিকায় এমন পাত্রে পানি রাখা হয়। যাহোক সেটি ভেঙে যায় আর আবু আয়্যুব আনসারী ও তার স্ত্রী সারা রাত ধরে নিজেদের লেপ দিয়ে তা শুকাতে থাকেন। পরের দিন তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে রাতের ঘটনার উল্লেখ করেন এবং নিবেদন করেন যে, হুযূর! আপনি ওপরের তলায় অবস্থান গ্রহণ করুন। রসূলে করীম (সা.) তার অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৬/৭ মাস তিনি (সা.) তার ঘরে অবস্থান করেন। আর তিনিও আতিথেয়তার দাবি উত্তমরূপে পূরণের চেষ্টা করেন। রসূলে করীম (সা.)-এর খাবার খাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকত তা থেকেই তিনি খাবার খেতেন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, অবশিষ্ট খাবারের যে অংশে রসূলে করীম (সা.)-এর আঙ্গুলের চিহ্ন থাকত, তিনি সেখান থেকে খাবার খেতেন। একদিন তিনি দেখেন, খাবারে রসূলে করীম (সা.) -এর হাতের কোন চিহ্ন নেই আর মনে হচ্ছে যেন তিনি খাবার খান নি। রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তিনি নিবেদন করেন যে, হুযূর! আপনি কি আজকে খাবার খান নি? তখন রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমি খাবার খেতে গিয়ে দেখি, এতে পেয়াজ ও রসুন দেওয়া হয়েছে, আমি এগুলো পছন্দ করি না, তাই আমি খাই নি। হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) বলেন, যে জিনিস হুযূর (সা.) অপছন্দ করেন আমিও তা পছন্দ করি না আর ভবিষ্যতে কখনোই আমি এ দু'টো জিনিস খাব না। অতএব প্রেম ও ভালোবাসার অদ্ভুত ঘটনা এগুলো!(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৮১)

হযরত আবু আয়্যুব আনসারী সকল যুদ্ধে অংশ নেন।

(আততিবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৩)

খায়বারের যুদ্ধে নিহত ইহুদি সর্দারের মেয়ে সুফিয়ার সাথে রসূলে করীম (সা.)-এর বিয়ে হলে রুখসাতানার পরের দিন সকালে রসূলে করীম (সা.) নামায পড়ানোর জন্য বাইরে এসে দেখেন, হযরত আবু আয়্যুব আনসারী বাইরে পাহারা দিচ্ছেন, তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কি কারণে তুমি পাহারায় দাঁড়িয়ে আছ? তিনি বলেন, হযরত সুফিয়ার আত্মীয়স্বজন আমাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের কেউ কেউ আমাদের হাতে নিহতও হয়েছে। তাই আমার শঙ্কা হয় যে, কেউ যেন আবার কোন অনিষ্ট না করে বা নিজের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা না করে। তাই আমি পাহারা দেওয়ার জন্য চলে এসেছি। এতে রসূলে করীম (সা.) তার জন্য এভাবে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আবু আয়্যুবকে সর্বদা তোমার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদিত রেখ, যেভাবে সে সারারাত আমার সুরক্ষার জন্য পাহারায় ছিল।

হযরত আবু আয়্যুব আনসারী রোমের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি শুধু এ জন্য তাতে অংশ নেন যেন কনস্টান্টিনোপল সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা তিনি (পূর্ণ হতে) দেখতে পান। যাহোক এর মাঝে তিনি অসুস্থও হয়ে পড়েন। তার কাছে যখন তার শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলেন, সকল মুসলমানকে আমার সালাম বলবে আর আমাকে শত্রুদের এলাকার যতটা ভিতরে যাওয়া সম্ভব হয় গিয়ে কবর দিবে। অতএব তার মৃত্যুর পর রাতের বেলায় তার মৃত দেহ শত্রুদের এলাকায় যতদূর নেওয়া সম্ভব ছিল নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাকে কবরস্থ করা হয়। তার কবর আজও তুরস্কে বিদ্যমান রয়েছে। যারা দেখেছে তারা বলে থাকে, কিছু কিছু বর্ণনা এরূপও রয়েছে। লোকেরা তার কাছে চাওয়ার কিছু কিছু বেদআতপূর্ণ রেওয়ায়েতও বানিয়ে নিয়েছে। আসলে তার কাছে চাওয়া হয় না, কিন্তু যাহোক বলা হয় তার কবরে গিয়ে দোয়া করলে তা কবুল হয়ে থাকে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫)

যাহোক পরবর্তীতে অনেক কেচ্ছাকাহিনীও তৈরী হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যে দোয়া করেছিলেন তার ফলশ্রুতিতে তিনি বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন কিন্তু সব জায়গা থেকে তিনি গাজী হয়ে ফিরেছেন এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। এরপর আমরা দেখি যে, রসূলে করীম

(সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা। তিনি আরবের সুপ্রশিদ্ধ কবি ছিলেন এবং 'শায়েরে রসূল' অর্থাৎ 'রসূলের কবি' উপাধিতেও তিনি পরিচিত ছিলেন। (সীরাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৯)

বদরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ের সংবাদও তিনিই সর্বপ্রথম মদীনায় নিয়ে যান। রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং আত্মাভিমানের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কেও বিভিন্ন ঘটনা পাওয়া যায়। এক জায়গায় এবিষয়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) আমাদেরকে বলেছেন, নবী করীম (সা.) একটি গাধার ওপর আরোহণ করেন, যার ওপর একটি গদি ছিল আর এর নিচে 'ফাদাক' অঞ্চলের একটি চাদর ছিল। তিনি (সা.) তাঁর পিছনে উসামাকে বসিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত সাদ বিন উবাদাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখার জন্য বনু হারেস বিন খাযরাজ গোত্রে যান। এটি বদরের ঘটনার পূর্বের কথা। তিনি (সা.) একটি সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান, মুশরেক এবং ইহুদীরা এক সাথে বসে ছিল। তাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উবাইও ছিল এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও ছিলেন। তিনি (সা.) যখন সেই মজলিস বা সভাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছান তখন বাহনের কারণে কিছুটা ধূলো উড়ে। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই নিজের নাক চাদর দিয়ে ঢেকে নেয় এবং বলে, আমাদের ওপর ধূলো উড়িও না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলেন। এরপর তিনি থামেন এবং বাহন থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করেন আর তাদের সামনে কুরআন শরীফ পাঠ করেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই মহানবী (সা.)-কে বলে, হে ব্যক্তি! এটি ভালো কথা নয়, তুমি যা বলছো তা যদি সত্যিও হয়ে থাকে তবুও আমাদের সভায় আমাদেরকে কষ্ট দিও না আর নিজের তাবুতে ফিরে যাও এবং যে তোমার কাছে যাবে তার কাছে বল বা দাওয়াত দাও। হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেখানে বসে ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের সভায় আসুন, আমরা এটি পছন্দ করি।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসের)

তিনি কোন পরোয়া করেন নি যে, তার সর্দার কী বলছে। এটি তার আত্মাভিমান এবং ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল, যা আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা দেখিয়েছেন। তিনি এসব সর্দার এবং দুনিয়াদারদের কোন পরোয়া করেন নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) এক অভিযানে সাহাবীদের প্রেরণ করেন, যাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও ছিলেন। জুমুআর দিন ছিল। অভিযানে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সাহাবীরা সকালেই যাত্রা করেন। তিনি বলেন, আমি পিছনে অবস্থান করে রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়ে এরপর তাদের সাথে মিলিত হব। রসূলে করীম (সা.) তাকে মসজিদে উপস্থিত দেখে জুমুআর নামাযের পর তাকে জিজ্ঞেস করেন, কিসে তোমাকে তোমার সাথিদের সাথে যাত্রা করতে বাধা দিয়েছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার প্রবল বাসনা ও শখ ছিল, আমি যেন হুযূরের পিছনে জুমুআর নামায পড়ি এবং হুযূরের খুতবা শুনি আর এরপর তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হই। রসূলে করীম (সা.) বলেন, এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবও যদি তুমি খরচ করে ফেল তবুও যারা নির্দেশ অনুসারে সকাল বেলায় অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এগিয়ে গেছে তাদের মতো প্রতিদান ও পুরস্কার তুমি কখনোই পাবে না।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল জুমা)

এখানে এটি জরুরী বিষয়, কেননা আনুগত্য করা আবশ্যিক কর্তব্য। এরপর বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখনই কোন যুদ্ধ বা অভিযানে যেতে হতো তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সর্বপ্রথম সেই দলে অংশ গ্রহণ করতেন এবং সবার শেষে মদীনায় ফিরে আসতেন।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৬)

এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত উরওয়া বিন জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) মুতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বলেন, তিনি যদি শহীদ হন তাহলে হযরত জাফর বিন আবু তালেব (রা.) সৈন্যদলের প্রধান হবেন আর তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা নের্তৃত্ব দিবেন এবং আব্দুল্লাহও যদি শহীদ হন তাহলে যেন মুসলমানরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নিজেদের নেতা নিযুক্ত করে নেয়। এই সেনাবাহিনীর যখন যাত্রা এবং বিদায়ের সময় আসে তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কাঁদতে আরম্ভ করেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে, হে আব্দুল্লাহ! তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কসম, এই পৃথিবীর প্রতি আমার কোনই ভালোবাসা নেই, এর কোন বাসনাই আমার নেই কিন্তু আমি এই আয়াত وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (সূরা মরিয়ম : ৭২) সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই একবার আগুনের সম্মুখীন হতে হবে। তাই আমি জানি না যে, 'পুল সিরাতে' আরোহণ করে ঐ পারে যাওয়ার পর আমার কী অবস্থা হবে।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩৭)

কিন্তু খোদাভীরু এসব লোক সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) যে উত্তম পরিণামের খবর দিয়েছেন তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রসূলে করীম (সা.) মুতার যুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রধানদের সম্পর্কে বলেন, আমি তাদেরকে জান্নাতে স্বর্ণের সিংহাসনে বসে থাকতে দেখেছি।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩৮)

অতএব এরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনকারী মানুষ ছিলেন। তাঁর শাহাদতের প্রেরণা তাঁর এক পঙ্‌ক্তি থেকে এভাবে প্রকাশ পায় যার অনুবাদ হলো, এমন তীর ও বর্শা যেন আমার গায়ে লাগে, যা আমার নাড়িভুড়ি ভেদ করে কলিজা চিরে ফেলবে আর খোদা তা'লার দরবারে আমার শাহাদত যেন কবুল হয়, আর মানুষ যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে তখন মানুষ যেন দোয়া করে, খোদা তার মঙ্গল করুন, কতই না মহান গাজী ছিলেন! মুতার যুদ্ধে তিনি যে শহীদ হয়েছিলেন। তার বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা এরূপ। মুতার প্রান্তরে পৌঁছে জানা যায়, গাস্‌সানিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য চেয়েছে আর সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য দুই লাখের বেশি সেনা প্রেরণ করেছে। এই উপলক্ষে মুসলমান সেনাবাহিনীর প্রধানরা এই পরামর্শ করেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে এই বার্তা প্রেরণ করা উচিত যে, শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি, তাই সাহায্য প্রেরণ করা হোক অথবা রসূলে করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসবে তা পালন করা হবে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা মুসলমানদের মনোবল অনেক বৃদ্ধি করেন এবং তার যুদ্ধকাহিনী বিষয়ক কবিতা অনেক কাজে আসে। মুসলমানদের তিন হাজারের সেনাবাহিনী দুই লাখ সেনার বিরুদ্ধে একাই অগ্রসর হয়।(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩৭)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার শাহাদতের বাসনার উল্লেখ হযরত যায়েদ বিন আরকাম এভাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা আমাকে নিজ উটনীর পিছনে বসিয়ে মুতার যুদ্ধে নিজের সাথে নিয়ে যান। যায়েদ বিন আরকামকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এক এতীম শিশু হিসেবে দত্তক নিয়ে লালন পালন করেন এবং তার তরবিয়্যত করেন। তিনি বলেন, একরাতে আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে এই পঙ্‌ক্তি পড়তে শুনি যাতে নিজের স্ত্রীকে স্মরণের পাশাপাশি এ কথার উল্লেখ ছিল যে, এখন আমি আর কখনোই ঘরে ফিরে যাব না। তিনি খুবই আনন্দের সাথে সেই পঙ্‌ক্তি গুনগুন করে পাঠ করছিলেন যাতে তিনি তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলছিলেন, বৃহস্পতিবারের সেই সন্ধায় যখন তুমি জিহাদের উদ্দেশ্যে আমার উটের গদি ঠিক করেছিলে এবং শেষবারের মত আমার কাছে এসেছিলে। তোমার সেই রূপ কতই না সুন্দর এবং বরকতময় ছিল। তোমার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই কিন্তু এখন আমি যুদ্ধের ময়দানে এসে গেছি, আর এখান থেকে কখনোই আমি তোমার দিকে ফিরে যাব না। এটি যেন নিজ পরিবারের প্রতি তার অদৃশ্য বিদায় সম্ভাষণ ছিল। অল্প বয়স্ক যায়েদ এটি শুনে কষ্টে কেঁদে ফেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ তাকে বকা দেন এবং বলেন, হে অবোধ! আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে শাহাদত দেন তাহলে তোমার কী ক্ষতি? বরং তুমি তো আমার বাহন নিয়ে একা একা আরামে বাড়িতে ফিরে যাবে।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩৬)

জিহাদের ময়দানে হযরত আব্দু ল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) পরম বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। হযরত নোমান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত জাফরের শাহাদত হয় তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা সেনাবাহিনীর এক পাশে ছিলেন। মানুষ তাকে আহ্বান করলে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে যুদ্ধকাহিনী বিষয়ক এই কবিতা পাঠ করে সামনে অগ্রসর হন, যার অর্থহলো, হে আমার আত্মা! তুমি কি এভাবে যুদ্ধ করবে না, যেন তুমি জীবন উৎসর্গ করতে পার। মৃত্যুকূপে তুমি প্রবেশ করেছ আর শাহাদতের যে বাসনা তুমি করেছিলে তা পূর্ণ করার সময় এসে গেছে। এখন নিজ জীবন উৎসর্গ কর,তাহলে হয়ত বা তুমি শুভ পরিণাম লাভ করবে।

মুসআব বিন শায়বা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত যায়েদ এবং জাফরও শহীদ হয়ে যান তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ময়দানে নেতৃত্বের জন্য অগ্রসর হন। যখন তার শরীরে বর্শা বিদ্ধ হয় তখন তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলে তিনি তার হাত বাড়িয়ে সেই রক্ত নেন এবং নিজ মুখে লাগান। এরপর তিনি শত্রু এবং মুসলমানদের মাঝামাঝি স্থানে লুটিয়ে পড়েন; কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেনাপ্রধান হিসেবে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন। আর অত্যন্ত প্রভাব

বিস্তারকারী আবেগের সাথে মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিয়ে নিজ সাহায্যের জন্য আহ্বান করে বলতে থাকেন যে, দেখ হে মুসলমানেরা! তোমাদের ভাইয়ের লাশ শত্রুদের সামনে পড়ে আছে। তোমরা সামনে অগ্রসর হও আর শত্রুদেরকে তোমাদের এই ভাইয়ের পথ থেকে দূরে সরাও। তখন মুসলমানরা কাফেরদের ওপর খুবই জোরালো আক্রমণ করে আর একের পর এক হামলা করতে থাকে। আর এরই মাঝে আব্দুল্লাহ্‌র শাহাদত হয়ে যায়। (আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩৭)

তার শাহাদতের পর তার বিধবা স্ত্রী তার একটি গুণ সম্পর্কে বলেন। যখন বিয়ে হয় তখন দ্বিতীয় স্বামী বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার পবিত্র জীবনাচার সম্পর্কে আমাকে কিছু বল। তখন সেই মহিলা কতই না সুন্দর সাক্ষ্য দিয়েছেন! তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা কখনো ঘর থেকে বের হতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত দুই রাকাত নফল নামায না পড়ে নিতেন। অনুরূপভাবে যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন তার সর্বপ্রথম কাজ এটিই হতো যে, অজু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪)

এরা ছিলেন সেই সকল মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখতেন। তার আনুগত্যের মান সম্পর্কে একটি বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু লায়লা বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সা.) খুতবা প্রদান করছিলেন। এমন সময় তিনি (সা.) বলেন, হে লোক সকল! সবাই বসে যাও, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা মসজিদের বাইরে খুতবা শোনার জন্য আসছিলেন, এ কথা শুনে তিনি সেখানেই বসে পড়েন। রসূলে করীম (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا عَلٰى طَوَاعِيَةِ اللّٰهِ وَطَوَاعِيَةِ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা! আল্লাহ্ এবং রসূলের আনুগত্যের এই প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লা তোমার মাঝে আরো বৃদ্ধি করুন।

ধর্মীয় কথা বলা, ধর্মীয় সভার আয়োজন করা, উদ্দেশ্যপূর্ণ কথা বলা, একে অপরের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরমান কেমন ছিল, সেই সম্পর্কে হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এই কথা থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাই যে, আমার ওপর এমন কোন দিন আসবে যখন আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে স্মরণ করব না। প্রতিদিন আমি তাকে স্মরণ করি আর এর কারণ হলো, তার এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার যখনই আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি যদি পিছন থেকে আসতেন তাহলে তার হাত আমার কাঁধে রাখতেন আর যদি সামনে থেকে আসতেন তাহলে তার হাত আমার বুকে রাখতেন আর বলতেন, হে আবু দারদা! চল আমরা এক সাথে বসি এবং নিজেদের ঈমানকে সতেজ করি, ঈমানের কিছু কথাবার্তা বলি। এরপর আমার সাথে বসতেন এবং যতক্ষণ সুযোগ পেতাম আমরা খোদা তা'লার স্মরণ করতাম। এরপর বলতেন, হে আবু দারদা! এগুলো ঈমানের বৈঠক।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৩৬)

অতএব, ঈমানের বৈঠকের এই আয়োজনকারীরা আমাদের সামনে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যা আমাদের জন্য আদর্শ। রসূলে করীম (সা.) তার কথা ও বৈঠককে কীভাবে মূল্যায়ণ করেছেন এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার অভ্যাস ছিল যখনই তিনি কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তাকে আহ্বান জানাতেন যে, 'তা'লা নু'মেনু বি রাব্বিনা সাআতান'। অর্থাৎ চল! কিছুক্ষণ আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনি। একদিন এ কথাই এক ব্যক্তিকে বললে সে রেগে যায় এবং নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইবনে রাওয়াহাকে দেখুন, সে মানুষকে আপনার ওপর ঈমান আনয়নের পরিবর্তে কিছুক্ষণের জন্য ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছে। নবী করীম (সা.) বলেন, 'ইয়ারহামুল্লাহু ইবনে রাওয়াহা'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার ওপর কৃপা করুন। তিনি (সা.) বলেন, তিনি সেসব বৈঠক পছন্দ করেন যার জন্য ফেরেশতারাও গর্ব বোধ করে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭৬)

তিনি একজন উচ্চমার্গের কবি ছিলেন। রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারের কবিদের মাঝে হযরত কাব বিন মালেক এবং হযরত হাস্‌সান বিন সাবেতের পর তিনি তৃতীয় পর্যায়ের উচ্চমার্গের কবি ছিলেন। তার কবিতা ছিল যুদ্ধকাহিনী বিষয়ক। 'মু'জেমুশ্ শোয়ারা' র রচয়িতা লিখেন, অজ্ঞতার যুগেও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন আর ইসলামের যুগেও তিনি অনেক উচ্চ মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হুযূর (সা.)-এর মর্যাদা প্রকাশের ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ্ এমন একটি পঙ্‌ক্তি লিখেছেন যে, এটিকে তার সর্বোৎকৃষ্ট পঙ্‌ক্তি বলা যায়। সেই পঙ্‌ক্তিটি তার হৃদয়ের অবস্থাকে অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করে, যাতে রসূলে করীম (সা.) কে সম্বোধন করে তিনি (রা.) বলেন,

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ ☆ كَانَتْ بَدِيْهَتُهٗ تُنْبِيْكَ بِالْخَبَرِ

(আল আসাবা ফি তামীযুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৫)

অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কাছে যদি সত্যতা প্রমাণের জন্য সেই সমস্ত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন না-ও থাকত, যা তাঁর সাথে ছিল তবুও শুধুমাত্র তাঁর চেহারাই তাঁর সত্যতার জন্য যথেষ্ট ছিল, যা স্বয়ং তাঁর সত্যতার ঘোষণা দিচ্ছে। অতএব এরা ছিলেন এমন মানুষ যারা রসূলে করীম (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন, যারা রসূল করীম (সা.)-এর চেহারা দেখেই সত্য চিনেছেন।

এরপর ইতিহাসে আমরা স্বল্প বয়সী দুই ভাইয়েরও উল্লেখ পাই, যাদের সাহস ছিল বিস্ময়কর। হযরত মুআয বিন হারেস বিন রাফাআ এবং হযরত মওউয বিন হারেস বিন রাফাআ। তারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবু জাহলের হত্যায়ও তারা অংশ নেন। বদরের প্রান্তরে যেখানে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল এবং মুসলমানদের সামনে তাদের তিনগুণ বড় সেনাবাহিনী ছিল, যারা সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিল আর তারা এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল যে, আমরা ইসলামের নামচিহ্নও মুছে ফেলব। মুসলমানরা সংখ্যায় স্বল্প ছিল। এই সমস্ত ঘটনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও তাঁর পুস্তক 'সীরাত খাতামান নবীঈন'-এ উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও মুসলমানরা ছিল দারিদ্র পীড়িত এবং দেশান্তরিত অবস্থায়। বাহ্যিক সাজ সরঞ্জামের দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কার অধিবাসীদের সামনে এই মুসলমানরা মাত্র কয়ক মিনিটের শিকার ছিল, কিন্তু তৌহিদ ও রিসালতের ভালোবাসা তাদেরকে এমন বানিয়ে দিয়েছিল আর এমন প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ ছিল যে, তখন এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কোন জিনিস পৃথিবীতে ছিল না আর তা ছিল তাদের ঈমান, সেই সতেজ ঈমান যা তাদের মাঝে এক অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করেছিল। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ধর্ম সেবার এমন এক নমুনা প্রদর্শন করছিলেন যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। খোদার পথে জীবন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই অপরের চেয়ে অধিক উদ্‌গ্রীব দেখাচ্ছিল। আনসারদের উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সাধারণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমি আমার ডানে ও বামে তাকিয়ে দেখি, আনসারদের দুই যুবক আমার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে দেখে আমি কিছুটা হতাশ হই। কেননা এমন যুদ্ধে ডান ও বামের সাথির ওপর নির্ভর করতে হয় আর সেই ব্যক্তিই ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে যার পার্শ্বদ্বয় সুরক্ষিত থাকে। আব্দুর রহমান বলেন, আমি এ কথাই ভাবছিলাম যে, এই শিশুরা আমার কী সুরক্ষা করবে, এমন সময় এই ছেলেদের একজন আমাকে চুপিসারে জিজ্ঞেস করে, মনে হচ্ছিল যেন সে অন্যের কাছে নিজের কথা গোপন রাখতে চাচ্ছে, হে চাচা! সেই আবু জাহল কোথায়, যে মক্কায় রসূলে করীম (সা.) কে কষ্ট দিত? সেই ছেলে বলে, আমি খোদা তা'লার সাথে অঙ্গীকার করেছি, আমি তাকে হত্যা করব অথবা তাকে হত্যা করতে গিয়ে নিহত হব। আমি এর উত্তর দেওয়ার পূর্বেই আমার অপর পাশ থেকে দ্বিতীয় ছেলেও চুপিসারে একই কথা জিজ্ঞেস করে। আমি তাদের সাহস দেখে স্তম্ভিত হই কেননা আবু জাহল সেনাবাহিনীর সর্দার ছিল এবং তার চারপাশে ছিল দক্ষ ও পারদর্শী সৈন্য। আমি হাতের ইশারায় বলি, ওই ব্যক্তি হলো আবু জাহল। আব্দুর রহমান বলেন, আমার ইশারা করতেই দুই যুবক বাজ পাখির মত ঝাপটে পড়ে শত্রু সৈন্যদের ভেদ করে চোখের পলকে সেখানে পৌঁছে যায় আর এত দ্রুতগতিতে আঘাত করে যে, আবু জাহল ও তার সাথিরা কেবল নীরব দর্শক হয়ে থাকল। আবু জাহেলকে তারা ভূপতিত করে দেয়। ইকরামা বিন আবু জাহলও নিজ পিতার সাথে ছিল। সে তার পিতাকে রক্ষা করতে না পারলেও পিছন থেকে মাআযের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করে যে, তার ডান হাত কেটে যায় এবং ঝুলতে থাকে। মাআয ইকরামার পিছু ধাওয়া করে কিন্তু সে বেঁচে যায়। তার কাটা হাতটি যেহেতু যুদ্ধ করতে বাধা সৃষ্টি করছিল, তাই মাআয তা খুব জোরে টান দিয়ে শরীর থেকে ছিন্ন করে ফেলেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচয়িতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৩৬২)

অতএব এসব যুবকের মাঝে ঈমানের উদ্দীপনা ছিল, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ছিল যা তাদেরকে নির্ভীক বানিয়ে দেয়। ফলে তাদের হৃদয়ে বাসনা জাগে, যে ব্যক্তি ইসলামকে ধ্বংস করতে চাইত, যে রসূলে করীম (সা.) কে কয়েক বছর পর্যন্ত কষ্ট দিতে থাকে, তার মৃত্যু আমাদের হাতে হবে। তারা বর্তমান যুগের তথাকথিত জিহাদীদের মত ছিলেন না, যারা যুবক ও বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করে এবং বলে, এসো ইসলামের জন্য যুদ্ধ কর। বরং তাদের একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাদের পৃথক হয়ে

যাওয়ার পরও শত্রুরা যদি আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপদে থাকতে না দেয় তাহলে এর জন্য আমাদেরকে সকল প্রকার কুরবানী দেওয়া উচিত যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। নৈরাজ্য সৃষ্টি তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আজকাল সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুবকদেরকে জোর করে অপহরণ করা হয়। এরপর তাদের মজগ ধোলাই করা হয়। কিছুদিন পূর্বে একটি খবর এসেছিল। চৌদ্দ বছরের এক সিরিয়ান ছেলে তাদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। সে বলে, আমি স্কুল থেকে আসছিলাম, আমাকে তারা অপহরণ করে এবং অপহরণ করার পর জোর করে আমাকে ট্রেনিং দেয়। প্রথমে আমি না মানলে আমার ওপর অত্যাচার করা হয়। অতঃপর আমাকে দিয়ে যুদ্ধ করানো হতো আর খুব কষ্টে আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। অতএব মুসলমানরা ইসলামের নামে এরূপ আচরণ করছে যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার বিপরীত। ইসলামে যদি যুদ্ধ হয়ে থাকে, ইসলামে যদি তাদের মাঝে জীবন উৎসর্গের প্রেরণা থেকে থাকে তাহলে তা এজন্য ছিল যে, ধর্মকে রক্ষা করতে হবে এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতএব বর্তমান জিহাদী এবং সেই যুগের জিহাদকারীদের মাঝে অনেক পার্থক্য ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"সাহাবাদের এই নমুনাই আমি আমার জামা'তে দেখতে চাই, যেন তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বাগ্রে রাখে আর কোন বিষয়ই যেন তাদের পথে বাধ সাধতে না পারে, তারা যেন নিজ প্রাণ ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আমি দেখি, আমার কাছে অনেক মানুষের কার্ড আসে। কোন ব্যাবসা বা কোন কাজে ক্ষতি হয়েছে অথবা অন্য কোন ধরনের পরীক্ষা এসেছে আর তৎক্ষণাৎ তারা এ সন্দেহে নিপতিত হয় (মসীহ্ মওউদকে মেনে আমরা কোন ভুল করি নি তো? ধর্ম সম্বন্ধে, খোদা তা'লার সত্তা ও মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তারা এমন সন্দেহ করে।) তিনি বলেন, এমন অবস্থায় প্রত্যেকে বুঝতে পারে, আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে তারা কতটা দূরে রয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, সাহাবাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে কী পার্থক্য? সাহাবারা চাইতেন যেন খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, যদিও বা তাদেরকে এ পথে শত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। কেউ যদি দুঃখ ও দুর্দশায় নিপতিত না হতো এবং তার ক্ষেত্রে যদি দেরি হতো তাহলে সে কান্নাকাটি করত, (অর্থাৎ সাহাবীদের কথা বলা হচ্ছে। তারা বুঝতেন যে, বিপদাপদে নিপতিত হওয়া আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দান করবে।) তিনি (আ.) বলেন, তারা বুঝে গিয়েছিলেন যে, এসব পরীক্ষার নিচে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অনুজ্ঞা ও ভাণ্ডার লুক্কায়িত রয়েছে। তিনি এখানে তাঁর একটি ফার্সি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেন,

'হার বালা কি কওম রা হাক দাদে আস্‌ত যীর আ গান্‌জ করম বেনিহাদে আস্‌ত।' অর্থাৎ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এ জাতির প্রতি যে পরীক্ষাই আসে, তার নিচে খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার এক ভাণ্ডার লুক্কায়িত থাকে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ তাদের প্রশংসায় পূর্ণ রয়েছে। এটি খুলে দেখ, সাহাবাদের জীবন রসূলে করীম (সা.)-এর সত্যতার এক ব্যবহারিক প্রমাণ ছিল। সাহাবারা যে মর্যাদায় পৌঁছে ছিলেন সেটি কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'মিনহুম মান কাযা নাজবাহু ওয়া মিনহুম মান ইয়ান্‌তাযির'। (সূরা আল আহযাব : ২৪) অর্থাৎ তাদের কতিপয় শাহাদত বরণ করেছেন, যেন তারা প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করে নিয়েছেন, আর কতিপয় অপেক্ষায় রয়েছেন, যারা চান যেন তারা শাহাদত লাভ হয়। তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন নি যে, দীর্ঘ জীবন যেন লাভ হয়, আর এত পরিমাণ ধনসম্পদ যেন পাওয়া যায় এবং এমন নিশ্চিন্ত ও স্বাচ্ছন্দের উপকরণ যেন থাকে। তিনি বলেন, আমি যখন সাহাবাদের এই নমুনাকে দেখি তখন রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির পরিপূর্ণ কল্যাণের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় যে, কীভাবে তিনি (সা.) তাদের অবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে খোদা-প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করেছেন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়ালা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জন্য আবশ্যক হল, আমরা যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যাচনা করতে থাকি এবং এটিকে নিজেদের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করি। আমাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দৌড় ঝাপ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া উচিত, তা যতই দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত হোক না কেন। এই ঐশী সন্তুষ্টি পৃথিবী এবং এর সকল আনন্দ থেকে শ্রেয়তর।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮২-৮৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা ঘানার আহমদী মুকার্‌রম আলহাজ্জ ইসমাঈল বি. কে আডো সাহেবের। যিনি ৮৪ বছর বয়সে গত ৮ মার্চ তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন, তার পিতার নাম ছিল ইসমাঈল ওয়াবিনা আডো এবং মাতার নাম জান্নাত আডো। তার পিতা প্রথমে খ্রিষ্টান ছিলেন। ১৯২৮ সনে তিনি বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ইসমাঈল আডো সাহেবের মাতা মরহুমের ছোট বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি সেকেন্ডারী স্কুল পাশ করেন টি.আই আহমদীয়া স্কুল কুমাসি থেকে এরপর ১৯৬৪ তে ইংরেজীতে বি এ পাশ করেন। পরবর্তীতে টিচার ট্রেনিং কলেজ ঘানা থেকে নিজের পেশাগত শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং এরপর বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক হিসেবে নিযু ক্ত হন এবংসল্টপাউন্ড স্কুলে১৯৮০ সন পর্যন্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন।এরপর সেন্ট্রাল রিজিওনে তার বদলী হয়। সেখানে ইংলিশ স্কুলে তিনি ছিলেন আর মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেক সুবিধার ব্যবস্থা করতে থাকেন। যে স্কুলেই তিনি থাকতেন সেখানে তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য মসজিদ বানিয়েছেন আর কাওয়ামিনিকোমা সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি ইউনির্ভাসিটিতে তিনি ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। এরপর বিভিন্ন কলেজে তার পড়ানোর সুযোগ হয়েছে।ইংরেজী পড়ানোর বিষয়ে তিনি একটি বইও লিখেছেন যা ঘানা এবং নাইজেরিয়াতে অনেক সুপ্রসিদ্ধি লাভ করে আর তা পড়ানো হয়। এই প্রেক্ষিতে তিনি একটি স্কলারশিপ পান ইউনির্ভাসিটি অব বেঙ্গরভিলেজ (যদি নাম সঠিক হয়ে থাকে) বেলজিয়াম ইউনির্ভাসিটি থেকে। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে এসে ইংরেজী ভাষায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। এছাড়াতিনি যেসব জামা'তী সেবা করেছেন তা হলো ঘানায় বিভিন্ন জামা'তী পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৮০ সালে ঘানা সরকার তাকে ..... ইথিওপিয়ার জন্য দূত হিসেবে নিযু ক্ত করে আর এই দায়িত্বে থাকাকালেই ইউনাইটেড ন্যাশন (টঘ) তাকে ও. এ.ইউ.লিবারেশন কমিটিরি চেয়ারম্যান নিযু ক্ত করে যার কারণে তিনি মুজেনবিক এবং এঙ্গোলা রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কিছুকাল তিনি লিবিয়াতেও দূত হিসেবে নিযু ক্ত ছিলেন। তার নিজের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য হলো, যেখানেই গিয়েছেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন আর নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-এর হিজরতের পর অর্থাৎ তার যুক্তরাজ্যে আসার পর তিনি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারকে বিদায় জানান এবং এরপর নিজ সন্তানদেরকে নিয়ে এখানেই চলে আসেন যেন খেলাফতের কাছাকাছি থাকতে পারেন। আর এখানে আসার পর তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। খিলাফতের সাথে তার এক বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, সকল খিলাফতের প্রতিই তিনি অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ এবং আনুগত্যপূর্ণ আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে বই লেখার যে এক কমিটি বানানো হয়েছিল, তাকেও হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে সেই কমিটির মেম্বার বানিয়েছিলেন। তবলীগের ময়দানেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় তবলীগি স্টল দিতেন। রেডিওতে তবলীগি প্রোগ্রাম করতেন। বিভিন্ন জামা'তী সভায় তিনি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করতেন। অনুরূপভাবে ১৯৮৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে যখন প্যান আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এসোসিয়াশন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযু ক্ত করেন। তিনি এখানে পেকাম জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে এম.টি.এ চালু হওয়ার পর উর্দূ ক্লাসের এক বিশেষ সাগরেদ ছিলেন তিনি, আর উর্দূ শেখার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন, যতটা চেষ্টা করা সম্ভব হতো তা করতেন। সে সময় এবং উর্দূ ক্লাসে তিনি বড় বাচ্চা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঘানিয়ান ছিলেন আর মানুষের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। তার দুই জন স্ত্রী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবের মৃত্যুর পর খিলাফত নির্বাচনের যে কমিটি ছিল তারও তিনি সদস্য ছিলেন। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে যখন জামেয়া চালু হয় তখন কিছুকাল তাকে সেখানে ইংরেজী পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত খোদাভীরু, ইবাদতকারী, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, অনুগ্রহশীল এবং খুবই মিশুক মানুষ ছিলেন। ইবাদতের অনেক উদ্দীপনা ছিল। তাহাজ্জুদের নামাযর বিষয়ে তার ঘরের সদস্যরা বলেন যে, রীতিমত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, অসুস্থ থাকলেও তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করতেন না। কুরআন শরীফ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং আবেগের সাথে তেলাওয়াত করতেন। কুরআন শরীফের অনেক আয়াত তার মুখস্ত ছিল এবং এর অনুবাদ ও তফসিরও মুখস্ত করতেন, যেন পরবর্তীতে তবলীগের ক্ষেত্রে বা তরবিয়তের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন। বরং অনেক ঘানিয়ান বলেছেন যে, তাদের ঘরে কুরআন শরীফের এমন কপি রয়েছে যেখানে আডো সাহেবের নিজ হাতে লেখা নোট রয়েছে। ২০০৫ সালে নিজের দুই স্ত্রীসহ তিনি হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর খুবই হাসিমুখ এবং সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন। তার দশজন ছেলে মেয়ে এবং ২৩জন নাতী নাতনী রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার বংশধরদেরও পুণ্য এবং তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। এখন নামাযের পর যেভাবে আমি বলেছি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

জুমআর খুতবা

আজকে ২৩ মার্চ। আমাদের জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে এ দিনটিকে স্মরণ করা হয়। মসীহ্ মওউদ দিবসের দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তগুলো জলসারও আয়োজন করে থাকে। আগামী দুই দিনে অনেক জামা'ত এ জলসার আয়োজন করবে আর তাতে এ দিনের ইতিহাস, পটভূমি সবকিছু বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর কতক উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যাতে তিনি মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা এবং এই বিষয়ে জামাতের সদস্যদের প্রতি উপদেশবাণী।

যে আওয়াজ ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে উত্থিত হয়েছিল তা আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২১০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর এটি তাঁর সত্যতার প্রমাণও বটে। দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে ৩০/৪০ বছর পূর্বেও আহমদীয়াত পৌঁছার কোন ধারণাই ছিল না, সেখানে আজ কেবল আহমদীয়াতের বার্তাই পৌঁছে নি বরং সেখানে আল্লাহ তা'লা এমন সব দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

বেনিনের একটি গ্রামে এক নতুন আহমদীর ঈমান, নিষ্ঠা , অবিচলতা এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনে থাকি তাহলে এই মান্য করা ও বয়আতের সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা কি আমরা পালন করছি? আমি প্রায় সময় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ বিষয়টি সামনে আসে যে, আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যারা সঠিকভাবে নামায পড়েন না, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগই নেই। কিছু মানুষের তো ইস্তেগফারের প্রতি আদৌ মনোযোগ নেই। পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ নেই। অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা সৎকর্ম করছি?

তাই গভীর উৎকণ্ঠার সাথে আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন শুধু প্রথাগতভাবে মসীহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন না করে বরং মসীহ্ মওউদকে মানার সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায়, তা পালনকারীও হই। সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সব সময় স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

২৩ শে মার্চ থেকে ইংরেজি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল-হাকাম' নতুনভাবে প্রকাশিত হবে। এই পত্রিকাটি ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। মোবাইল ফোন এবং ট্যাবলেটের জন্য এর App পাওয়া যাবে। ইংরেজি ভাষাভাষীদেরকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৩শে মার্চ, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৩ আমান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকে ২৩ মার্চ। আমাদের জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে এ দিনটিকে স্মরণ করা হয়। মসীহ্ মওউদ দিবসের দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তগুলো জলসারও আয়োজন করে থাকে। আগামী দুই দিনে অর্থাৎ সপ্তাহান্তে শনি ও রবিবারে অনেক জামা'ত এ জলসার আয়োজন করবে আর তাতে এ দিনের ইতিহাস, পটভূমি সবকিছু বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর কতক উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যাতে তিনি মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তাঁর দাবির পর নামসর্বস্ব মুসলমান আলেমরা জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। যতটা নিচে নামা সম্ভব ছিল তারা নেমেছে আর এখনো তারা এটিই করছে। কিন্তু ঐশী সমর্থনে তাঁর জামা'ত উন্নতি করছে আর নেক প্রকৃতির মানুষ জামা'তভুক্ত হচ্ছে।

যাহোক হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর আগমনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আর এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন- আমিই আগমনকারী মসীহ্ মওউদ। তিনি বলেন- "সত্যিকার তওহীদ বা একত্ববাদ এবং রসূলে করীম(সা.)-এর সম্মান, সম্ভ্রম, সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কিতাব তথা কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিনা সে বিষয়ে অন্যায়ভাবে হামলা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি কি এটি হওয়া উচিত নয় যে তিনি সেই ক্রুশ ভঙ্গকারীকে নাযিল করেন? কেননা তখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এবং ইসলামের ওপর আক্রমণ খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে হচ্ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কি স্বীয় প্রতিশ্রুতি إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল হিজর: ১০) ভুলে গেছেন? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি পৃথিবীতে এক সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। জগদ্বাসী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তা'লা অবশ্যই তাকে গ্রহণ করবেন আর জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন, আমি সত্যি করে বলছি, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি মসীহ্ মওউদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর না হয় প্রত্যাখ্যান কর, কিন্তু তোমাদের প্রত্যাখ্যানে কিছুই হবে না, আল্লাহ যে সংকল্প করে রেখেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই বারাহীনে আহমদীয়ায় বলে রেখেছেন যে, 'সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসুলুহু ওয়া কানা ওয়াদাম্ মাফউলা' । (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৬) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূলের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে আর খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে।

আরেক স্থানে তিনি বলেন, -" নবুয়্যতের মাপকাঠিতে এই জামা'তকে যাচাই কর এরপর দেখ সত্য কার সাথে। কাল্পনিক নীতি এবং কাল্পনিক প্রস্তাবনায় কিছু যায় আসে না আর কাল্পনিক কথার মাধ্যমে আমি নিজের দাবির সত্যায়নও করি না। আমি আমার দাবিকে নবুয়্যতের মাপকাঠিতে উপস্থাপন করি। তাহলে কোন কারণে একই মাপকাঠিতে এর সত্যতা যাচাই করা হবে না। আমার কথাগুলো যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুনবে, আমি নিশ্চিত যে, সে লাভবান হবে আর তা মেনে নিবে। কিন্তু যাদের হৃদয়ে কার্পণ্য ও বিদ্বেষ রয়েছে আমার কথায় তাদের কোন উপকারই হবে না। তাদের উপমা হলো ট্যারা ব্যক্তির ন্যায়। (যে ব্যক্তি ট্যারা হয়ে থাকে এবং একটি জিনিসকে দুটি দেখে) তাকে যতই যুক্তিপ্রমাণ দেওয়া হোক যে, জিনিস দুটি নয় বরং একটি, সে মানবে না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, এমন ট্যারা দৃষ্টির এক ব্যক্তি কারো সেবক ছিল। মুনিব তাকে বললো, ভিতর থেকে আয়না নিয়ে আস। সে ভিতরে যায় আর ফিরে এসে বলে, ভিতরে দুটি আয়না রয়েছে কোনটি নিয়ে আসব? মুনিব বলে, দুটি নয় বরং একটিই আয়না আছে। সেই ট্যারা ব্যক্তি বলে, আমি কি তবে মিথ্যা বলছি? তার মনিব তাকে বলে, ঠিক আছে, তাহলে একটা ভেঙে ফেল। ভাঙার পর সে বুঝতে পারে যে, সত্যিকার অর্থে ভুল আমারই ছিল। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এসব ট্যারা দৃষ্টির মানুষকে আমি কী উত্তর দিব? বস্তুত আমরা দেখি, এরা বারংবার কোন কিছু যদি উপস্থাপন করে তবে তা হাদীসের স্তুপই হয়ে থাকে যাকে তারা নিজেরাই ধারণার ফসলের চেয়ে বড় কোন মর্যাদা দেয় না। তারা জানেনা যে, একটি সময় এমন আসবে যখন এদের উদ্ভট ও অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে মানুষ হাসিঠাট্টা করবে। (এরা যেসব আজেবাজে কথা বলে, তা নিয়ে মানুষ হাসিঠাট্টা করবে।) তিনি বলেন, প্রত্যেক সত্যান্বেষীর

আমাদের কাছে আমাদের দাবির প্রমাণ চাওয়ার অধিকার রয়েছে। (এটি সঠিক কথা, দাবির প্রমাণ চাওয়া উচিত, এটি সবার অধিকার) এজন্য আমরা তা-ই উপস্থাপন করি যা নবীগণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন, হাদীস ও যৌক্তিক প্রমাণাদি অর্থাৎ যুগের অবস্থা যা এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর সেসব নিদর্শন যা আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আমি সেগুলোর একটি চিত্র অঙ্কন করেছি যাতে প্রায় দেড়শত নিদর্শনের উল্লেখ করেছি। এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোটি কোটি মানুষ এর সাক্ষী রয়েছে। বাজে কথা উপস্থাপন করা ভাগ্যবানের কাজ নয়। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এ কারণেই বলেছেন, তিনি 'হাকাম' হয়ে আসবেন। (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ হাকাম বা ন্যায় বিচারক হিসেবে আসবেন) তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। (তিনি সিদ্ধান্তদাতা হবেন তার সিদ্ধান্ত মেনে নাও।) যাদের মনে অশুভ বুদ্ধি থাকে, তারা যেহেতু সত্য মানতে চায় না তাই তারা বাজে যুক্তি এবং আপত্তি উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পরিশেষে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে আমার সত্যতা স্পষ্ট করবেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আমি যদি কোন মিথ্যা দাবি করতাম তাহলে তিনি আমাকে অনতিবিলম্বে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু আমার পুরো কার্যক্রম তাঁর নিজেরই আর আমি তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছি। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তাঁকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। তাই তিনি নিজেই আমার সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫)

মসীহ্ মওউদকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার ফলাফল তোমাদেরকে আল্লাহ্তা'লা ও রসূলের অমান্যকারী বানিয়ে দিবে- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"আমাকে অস্বীকার করা আমাকে অস্বীকার করা নয় বরং এটি আল্লাহ্ও তাঁর রসূল (সা.) কে অস্বীকার করার সামিল। কেননা যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে সে আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে (আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ক্ষমা করুন) আল্লাহ্ তা'লাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে। অথচ সে দেখছে যে, অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নৈরাজ্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তা'লা إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল হিজর : ১০)-এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সত্ত্বেও তাদের সংশোধনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অথচ বাহ্যতঃ সে এ কথার ওপর ঈমান রাখে যে, আয়াতে 'ইস্তেখলাফে' আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মূসার উম্মতের ন্যায় এই মুহাম্মদী উম্মতের মাঝেও আল্লাহ তা'লা খলীফাদের ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি আর এখন এই উম্মতের কোন খলীফা নেই। কেবল এটিই নয় বরং এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, কুরআনে মহানবী (সা.) কে যে মূসার প্রতিচ্ছবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে এটিও নাঊযুবিল্লাহ্ সঠিক নয় কেননা এই ধারার পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যের জন্য এই চতুর্দশ শতাব্দীতে এই উম্মতের মধ্য থেকে এক মসীহ্র জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক ছিল, যেভাবে মূসার উম্মত থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে এক মসীহ্ এসেছিলেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা আল জুমুআ: ০৪) - কেও মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে যা এক আগমনকারী আহমদী বুরুজ বা প্রতিচ্ছবির সংবাদ প্রদান করে। আর এভাবে কুরআনের আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বরং আমি দাবির সাথে বলব যে, 'আলহামদ' থেকে আরম্ভ করে 'ওয়ান্নাস' পর্যন্ত পুরো কুরআন পরিত্যাগ করতে হবে। তাই চিন্তা করে দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা কি সামান্য কোন বিষয়? আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না, খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, সত্য কথা হলো আমাকে যে পরিত্যাগ করবে এবং মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে, মৌখিকভাবে না করলেও কার্যত সে পুরো কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করল এবং খোদা তা'লাকে পত্যিাগ করল। আমার এক এলহামেও এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। (আল্লাহ্ তা'লা তাকে সম্বোধন করে বলেছেন) "اَنْتَ مِنِّیْ وَاَنَا مِنْكَ" । তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমাকে অস্বীকার করা খোদা তা'লাকে অস্বীকার করার সামিল আর আমাকে মান্য করলে আল্লাহ্তা'লাকে মান্য করা হয় এবং তাঁর সত্তায় দৃঢ় ঈমান জন্মে। আর আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা নয় বরং এটি রসূলে করীম (সা.) কে অস্বীকার করার সামিল। এখন কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যানের সাহস দেখানোর পূর্বে মনে মনে একটু চিন্তা করুক এবং বিবেকের রায় নিয়ে দেখুক যে, সে আসলে কাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করছে?"

মসীহ্ মাওউদকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করলে রসূলে করীম (সা.) কে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর কারণ কী? মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করলে কীভাবে তা মহানবী (সা.) কে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হয়?- এ বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

"মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কে কীভাবে অস্বীকার করা হয়? (অর্থাৎ মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করলে কেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অস্বীকার করা হয়?) তিনি বলেন, এটি এভাবে হয় যে, মহানবী (সা.) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদ বা সংস্কারক আসবে তা নাঊযুবিল্লাহ্ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। আর তিনি যে বলেছিলেন, 'ইমামুকুম মিনকুম' তাও নাঊযুবিল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হয়। এছাড়া খ্রিষ্টীয় নৈরাজ্যের যুগে তিনি যে এক মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তাও নাঊযুবিল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা নৈরাজ্য বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও যে ইমামের আসার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি আসেন নি। এখন এই কথাগুলো স্বীকার করলে কার্যত সে মহানবী (সা.) এর প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত হবে কি না? তিনি বলেন, তাই পুনরায় আমি স্পষ্ট করে বলছি, আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা এত সহজ বিষয় না। আমাকে কাফের আখ্যা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে কাফের হতে হবে, আমাকে বিধর্মী ও পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়ার পূর্বে নিজের ভ্রষ্টতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিতে হবে। আমাকে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যাখ্যানকারী বলার পূর্বে স্বয়ং নিজেকে কুরআন ও হাদীস প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর এরপরও তারাই পরিত্যাগ করবে। অর্থাৎ আমি পরিত্যাগ করব না বরং যারা আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী বলে তারাই পরিত্যাগ করবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যায়নকারী ও সত্যতার প্রমাণ। আমি পথভ্রষ্ট নই বরং মাহ্দী (পথ-প্রদর্শনকারী)। আমি কাফের নই বরং 'আনা আউয়ালুল মুমিনীন'- এর যথাযথ সত্যায়নস্থল। আমি যা কিছু বলি, খোদা আমার সামনে প্রকাশ করেছেন যে, এটি সত্য। খোদার সত্তায় যার বিশ্বাস আছে এবং কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সা.) কে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে তার জন্য এ প্রমাণই যথেষ্ট যে, সে যেন আমার মুখে শুনেই নীরবতা পালন করে। কিন্তু যে ধৃষ্ট এবং দুঃসাহসী তার কী চিকিৎসা করা যাবে? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে বোঝাবেন। (তিনি এক আগত মেহমানকে এসব কথা বোঝাচ্ছিলেন।) তিনি (আ.) বলেন, আমার বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না বরং সুস্থ মানসিকতা ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করুন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪-১৬)

পুনরায় এক উপলক্ষ্যে তিনি বলেন-

"অতএব এদের হৃদয়ে যদি কার্পণ্য ও হঠকারিতা না থাকে তাহলে আমার কথা শোনা উচিত এবং আমার অনুসরণ করা উচিত। এরপর দেখুক- খোদা তাদেরকে অন্ধকারে পরিত্যাগ করেন নাকি আলোর দিকে নিয়ে যান? আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে যে আমার দিকে আসবে তাকে ধ্বংস করা হবে না, বরং সে সেই জীবনের অংশীদার হবে যা অমর। (অর্থাৎ এ পৃথিবীতেও সম্মান লাভ করবে আর পরকালেও খোদা তা'লা তাকে পুরস্কারে ভূষিত করবেন।) তিনি (আ.) বলেন, "যার হৃদয় স্বচ্ছ এবং যার মাঝে তাকওয়াও আছে তার সামনে দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.)-এর সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছি। সে আমাকে বোঝাক যে, (ঈসা আসার পূর্বে এলিয়ার আগমণ আবশ্যক) ইহুদিদের প্রশ্নের উত্তরে ঈসা (আ.) যা বলেছেন তা সঠিক কিনা? ইহুদিরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ উপস্থাপন করে বলতো, মালাকী নবীর গ্রন্থে এলিয়া নবীর আসার কথা লিপিবদ্ধ আছে, এলিয়ার মসীল বা প্রতিচ্ছবির উল্লেখ নেই। (স্বয়ং এলিয়ার আসার কথা আছে মসীলের উল্লেখ নেই, তার ভাবাদর্শের কারো আসার কথা কোথাও উল্লেখ নেই।) তিনি (আ.) বলেন, ঈসা (আ.) বলেছেন- এই ইহোনাই হল আগমনকারী ব্যক্তি, ইচ্ছা হলে গ্রহণ কর। এখন কোন বিচারকের কাছে বিচারের ভার দাও আর দেখ যে, সে কার পক্ষে ডিক্রি বা রায় দেয়? (বাহ্যিক বিষয়ের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত করাতে হয় তবে কোন বিচারকের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করে দেখ যে, কার পক্ষে ডিক্রি দেয়।) নিশ্চয়ই সে ইহুদিদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিবে, (কেননা আক্ষরিকভাবে যা লেখা আছে সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত হবে।) তিনি বলেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় কেননা একজন মু'মিন, যে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে আর জানে যে, খোদার প্রেরিতরা কীভাবে আসেন, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, ঈসা (আ.) যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন সেটিই সত্য ও সঠিক। এখনো সেই একই বিষয় নাকি ভিন্ন কিছু? যদি খোদাভীতি থাকে তাহলে 'এ দাবি মিথ্যা'- এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে গিয়ে শরীর কেঁপে উঠার কথা। পরিতাপ এবং আক্ষেপের বিষয় হলো, এদের মাঝে এতটাও ঈমান নেই, যতটা সে ব্যক্তির ছিল যে ফেরাউনের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল আর সে বলেছিল, এ ব্যক্তি যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার বিষয়ে যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ নেওয়া হতো তাহলে কেবল এতটাই বলে দিত আর দেখত যে, খোদা তা'লা কি আমাকে সাহায্য করছেন নাকি আমার জামা'তকে ধ্বংস করছেন? (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০-৩১)

যে আওয়াজ ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে উত্থিত হয়েছিল তা আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২১০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর এটি তাঁর সত্যতার প্রমাণও বটে। দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে ৩০/৪০ বছর পূর্বেও আহমদীয়াত পৌঁছার কোন ধারণাই ছিল না, সেখানে আজ কেবল আহমদীয়াতের বার্তাই পৌঁছে নি বরং সেখানে আল্লাহ তা'লা এমন সব দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানে একটি ঘটনাও বর্ণনা করছি।

বেনিন আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ। সেখানে ২০১২ সনে একটি জামা'ত

গঠিত হয়। গ্রামের এক ভদ্রলোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তার নাম ইব্রাহীম সাহেব। ইতিপূর্বে তিনি মুসলমান ছিলেন আর যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় উত্তরোত্তর উন্নতি করেন। আত্মীয়স্বজন এবং ভাইদের তবলীগ করা আরম্ভ করেন। তার ভাই তার তবলীগে বিরক্ত হয়ে বলেন, সে আমাদেরকে তবলীগ করে আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে। সে তার সাথে সে ঝগড়াবিবাদ আরম্ভ করে, কিন্তু তিনি তার তবলীগ অব্যাহত রাখেন। মানুষকে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছাতে থাকেন। এভাবে তার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আশপাশের তিনটি গ্রাম আহমদীয়াতভুক্ত হয়। ইব্রাহিম সাহেবের এক ভাই তার এক বন্ধুর যোগসাজশে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সে যেহেতু আহমদীয়াতের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে তাই একমাত্র প্রতিকার হলো তাকে হত্যা করা। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি। তার বড় ভাই এবং তার বন্ধু একটি গর্ত করে তাতে কিছু নিক্ষেপ করছে। তিনি বলেন, এ স্বপ্নের তিন দিন পরেই তার বড় ভাইয়ের বন্ধু হঠাৎ করে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। এর প্রেক্ষিতে সে বলা আরম্ভ করে যে, আমার ভাই আহমদী, সে আমার বন্ধুকে কোন যাদুটোনা করেছে। তিনি বলেন, কয়েক দিন পর আমি আবার স্বপ্নে দেখি, আমার ভাই এক গাছের সাথে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাপছে। সে এলাকার রীতি হলো যখন কেউ মারা যায় তখন তার কবর খোড়ার জন্য এক বৃক্ষের বাকল দ্বারা লাশের মাপ নেয় হয় যেন সেই আকার অনুসারে কবর প্রস্তুত করা যায়। তিনি বলেন, কিছু দিন পর বড় ভাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অসুস্থ হয় আর দুই দিনের মধ্যেই মারা যায়। এরপর সন্তানরা অসুস্থ হওয়া আরম্ভ হয়। তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না। তার ভাই গুজব ছড়াতে থাকে যে, এই ব্যক্তি যাদুটোনা করে। আর স্থানীয় চীফ বা বাদশাহ্‌র কাছে সে অভিযোগ করে এবং সাহায্য চায়। সে বলে কিছু অর্থ নিয়ে এস, আমি তার চিকিৎসা করছি। যাহোক তার ভাই টাকা প্রদান করে। বাদশাহ্ ইব্রাহিম সাহেবকে ডেকে পাঠায় আর তিনি তার কাছে গেলে সে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে বলে, তুমি কি তামাশা বানিয়ে রেখেছো, নতুন ধর্ম অবলম্বন করেছ, নতুন ধর্মের সূচনা করেছ, এই মূহুর্তে এটি পরিত্যাগ কর আর তওবা কর, অন্যথায় তুমি আগামীকালের সূর্য দেখবে না। তোমার জীবনে আগামীকাল আসবে না। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, আমি সত্য মনে করেই ধর্ম গ্রহণ করেছি, তাই এটি আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। বাকি থাকল মৃত্যুর কথা, জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহ্‌র হাতে। এ কথা শুনে বাদশাহ্ বলে, এই এলাকার খোদা আমি, আমি যা চাই করি। আর তুমি ভালোভাবে জান যে, আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি যার সম্পর্কে বলে দিই, সে কাল পর্যন্ত মারা যাবে সে অবশ্যই মারা যায়। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, ঠিক আছে তুমি অন্য লোকদের হয়তো এমনটি বলে থাকবে কিন্তু এ জন্য তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই। আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না, কেননা এটিই হলো প্রকৃত ও সত্য ইসলাম। চীফ তখন আরো ক্ষেপে যায়, সে তার লোকদেরকে বলে, একে নিয়ে কামরায় আটকে রাখ। তারা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ইব্রাহিম সাহেব তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বিষয়ে নাক গলাবে না। এ বিষয়টি পরিত্যাগ কর। আমাকে আটক না করে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও। যাহোক তারাও লোভী হয়ে থাকে, কিছু অর্থ নিয়ে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। সেই চীফ বা বাদশাহ্ তার জীবনাবসান ঘটাবে এমন কি সাধ্য তার। পরের দিনই সংবাদ আসে যে সেই বাদশাহ্‌পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে এবং নড়াচড়া করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। দুদিন পরেই সে মারা যায়। এসব কিছু দেখে তার বড় ভাই, যে তার বিরোধী ছিল, সে তার বংশের লোকদের বলে, আমাদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিন। তিনি বলেন, আমার কারো সাথে কোন ঝগড়া ছিল না, আমি এমনিতেই শান্তিপ্রিয় আর ইসলামের বার্তাও এটিই। চীফের মারা যাওয়ার এই নিদর্শন দেখে উক্ত অঞ্চলে বিরাট প্রভাব পড়ে এবং এ বিষয় নিয়ে অনেক হইচই হয় আর আহমদীয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অতএব আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে এমন বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"দেখ! আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, সহস্র সহস্র নিদর্শন আমার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হবে। (এটি যে, তা বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়।) তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও হবে। এটি যদি মানবীয় পরিকল্পনা হতো তাহলে এর এতটা সাহায্য ও সমর্থন কখনই করা হতো না। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৪৮) এটি আল্লাহ্ তা'লারই পরিকল্পনা, যে কারণে সাহায্য ও সমর্থন করা হচ্ছে।

একস্থানে সংস্কারক ও মসীহ্ মওউদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"যেভাবে প্রত্যেক ফসলের একটি কর্তনের সময় থাকে, একইভাবে এখন নৈরাজ্য দূর করার সময় এসে গেছে। (পৃথিবীতে যে নৈরাজ্য ও পাপ ছড়িয়ে আছে তা দূর করার সময় এসে গেছে।) তিনি বলেন, সত্যবাদীর চরম অসম্মান ও অবহেলা করা হয়েছে। আর মহানবী (সা.)-এর সম্মান নাঊযুবিল্লাহ্ মাছি ও ভীমরুলের সমানও করা হয় নি। মানুষ ভীমরুলকেও ভয় করে আর পিঁপড়ার কারণেও শঙ্কায় থাকে, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে বাজে কথা বলতে গিয়ে কেউ কোন দ্বিধা করে না। 'কায্‌যাবু বে আয়াতেনা' তাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। তাদের মুখ যতটা খোলা সম্ভব ছিল তারা তা খুলেছে এবং চিৎকার করে করে গালিগালাজ করেছে। এখন সত্যিই খোদা তা'লার তাদেরকে প্রতিহত করার সময় এসে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে সব সময়ই তিনি এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন যিনি তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখেন। এমন ব্যক্তির সাথে অদৃশ্য হাতের সাহায্য ও সমর্থন থাকে। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লাই সব কিছু করেন, কিন্তু এক সুন্নতের পূর্ণতাস্বরূপ তাকে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। "وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا" (সূরা আল ফাতাহ্ : ২৪) এখন সেই সময় এসে গেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রীতি অনুসারে আমাকে পাঠিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, কোন বিষয় যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আকাশে এর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এটিই এর নিদর্শন যে, প্রস্তুতির সময় এসে গেছে। সত্য নবী, রসূল ও মুজাদ্দেদের বড় একটি লক্ষণ হলো, তার সময় মত আসা এবং প্রয়োজনের সময় আসা। মানুষ কসম খেয়ে বলুক, এখন কি আকাশে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হয় নি? (তিনি (আ.) মানুষকে প্রশ্ন করছেন যে, বল কসম খেয়ে বল, এটি কি সেই সময় নয়? সেই যুগও এমন ছিল আর আজও মানুষ এ কথাই বলছে যে, আমাদের কোন সংস্কারকের প্রয়োজন। বরং পাকিস্তানে তো স্বয়ং মৌলবীরাই এমন কথা বলে কিন্তু মসীহ্ মওউদকে তারা অস্বীকার করে।) তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সব কিছু করেন। আমরা এবং আমাদের জামা'তের সবাই যদি ঘরে বসে যাই তবুও কাজ হবে আর দাজ্জালের পতন অবশ্যই ঘটবে। "تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ" (সূরা আলে ইমরান : ১৪১) (অর্থাৎ এভাবে যুগের পালা বদল হয়ে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, এর (দাজ্জালের) শিখরে অবস্থান বলে দিচ্ছে যে, তার পতন সন্নিকটে। (কোন কিছু যখন চরম মার্গে পৌঁছে যায় এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় আর সে যখন মনে করে, এখন আমি সর্ব শক্তির অধিকারী হয়ে গেছি আর সকল উন্নতি আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে তখন সেই চরম মার্গ থেকেই তার পতন আরম্ভ হয়ে যায়। একইভাবে এসব অপশক্তিরও পতন আরম্ভ হয়েছে। তা হোক ইসলাম বিরোধী শক্তি বা এমন মানুষ যারা আহমদীয়াত ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধী।) তিনি বলেন, এর উচ্চতা বা উন্নতি থেকে প্রতীয়মান যে, এখন সে অবনতি বা অধঃপতন দেখবে। (অর্থাৎ সে চরম উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। এখন এটি প্রকাশ করছে যে, এখন তার পতন ঘটবে।) তার বিস্তার লাভ তার ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন। (সে তার শক্তি ও বিস্তৃতিকে অনেক বড় মনে করে। অতএব এটি এখন তার ধ্বংসের লক্ষণ হয়ে যাবে।) হ্যাঁ! সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কাজ ধীর গতিতে হয়। (লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া আরম্ভ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাজ ধীর গতিতে হয় আর তা ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই হবে।) তিনি বলেন, আমাদের কাছে অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক ছিল, তারা যেন পাগলপারা হয়ে সন্ধান করে যে, মসীহ্ কেন এখনো ক্রুশ ভঙ্গ করার জন্য এলেন না। তাকে নিজেদের ঝগড়ার জন্য ডাকা তাদের উচিত ছিল না। (ইসলামের জন্য আত্মাভিমান থাকলে তারা ইসলামের সুরক্ষার জন্য ডাকত এবং মসীহ্‌র সন্ধান করত, নিজেদের ঝগড়াবিবাদের মীমাংসার জন্য নয়।) তিনি (আ.) বলেন, কেননা তার কাজ হলো ক্রুশভঙ্গ করা আর যুগ এরই মুখাপেক্ষী। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৬-৩৯৮)

একইভাবে আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

" নাস্তিকতাও অনেক বেশি বিস্তার লাভ করছে আর এটিকে প্রতিহত করার জন্যও আমি এসেছি।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮)

তিনি বলেন, এ জন্যই তার নাম মসীহ্ মওউদ। মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি যদি মোল্লাদের দৃষ্টি থাকত তাহলে তারা আদৌ এমনটি করত না যেমনটি আমাদের সাথে করছে। তাদের ভাবা উচিত ছিল যে, আমাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করে তাদের কী লাভ হয়েছে? আল্লাহ্ তা'লা যার সম্পর্কে বলেন, হয়ে যাও, তার সম্পর্কে কে বলতে পারে যে, হয়ো না? (এদের ফতোয়া লেখার কারণে তাদের কী লাভ হয়েছে? জামা'ত সেভাবেই উন্নতি করে চলেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা যখন সিদ্ধান্ত করেন যে, হয়ে যাও, তা হয়ে যায়। কেউ এতে বাধ সাধতে পারে না।)

তিনি বলেন, "যারা আমাদের বিরোধী তারাও আমাদের চাকর-বাকর আর কোন না কোনভাবে আমাদের কথা পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৮)

যারা বিরোধিতা করছে তারাও আসলে বিরোধিতার মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী প্রচার করছে। কেননা এভাবেও মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেকেই চিঠি লিখে এবং যোগাযোগ করে বলে যে, অমুক মৌলবীর

বিরোধিতার কারণে বা অমুক স্থানে আপনাদের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছিল, এজন্য আমাদের ভিতরে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়, আমরা গবেষণা আরম্ভ করি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জামা'তী বইপুস্তকও সর্বত্রই এখন নাগালের ভিতর রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ও পাওয়া যায় আর তুলনাও করা যায়। গবেষণা করার পর এখন আমরা জামা'তভুক্ত হতে চাই। অতএব মৌলবীদের বিরোধিতার এ মাধ্যমও এখন তবলীগের কারণ হচ্ছে।

কতকের আপত্তি হলো আমরা তো ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করছি এবং পূর্ব থেকেই যেখানে এত দল ও উপদল রয়েছে সেখানে নতুন একটি জামা'ত বা ফির্কা গঠনের কী প্রয়োজন ছিল আর আপনার জামা'তে যুক্ত হওয়ারই বা কী প্রয়োজন? তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় আমাদের আহমদীরাও আপত্তিকারীদের এসব কথা শুনে নীরব হয়ে যায়। সে যুগেও ছিল আর আজও এমন আছে যারা নীরব হয়ে যায়। কী উত্তর দিবে তা খুঁজে পায় না।

এমন লোকদের এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "অনেক লোক এমন আছে যারা এই আপত্তি করে যে, এই জামা'তের কী প্রয়োজন, আমরা কি নামায, রোযা করি না? এরা আসলে মানুষকে এভাবে বিভ্রান্ত করে আর এটি তেমন কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনবহিত বা অজ্ঞ কিছু লোক এমন কথা শুনে বিভ্রান্ত হবে এবং তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলবে, আমরা যেখানে নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, ওজিফা পড়ি সেখানে এই নতুন বিশৃঙ্খলার প্রয়োজন কি ছিল? (নতুন ফির্কা বানিয়ে কেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলো? আমরা যেহেতু নামায, রোযা করছি,তাই তোমাদের জামা'তভু ক্ত হওয়ার দরকার কী, আর একটি নতুন ফেতনা ও নৈরাজ্যের কি প্রয়োজন?) তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! এমন কথা বোধশক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয়। এটি আমার কাজ নয়। এই বিশৃঙ্খলা (যা তাদের দৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা) যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকে তবে তিনি হলেন আল্লাহ্ তা'লা যিনি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। (আমি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করি নি বরং আল্লাহ্ তা'লা এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।) কেননা ঈমানী অবস্থা দুর্বল হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঈমানী শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানের চেতনা সঞ্চারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় তাদের আপত্তি করা বৃথা ও অনর্থক কাজ। তাই স্মরণ রেখো! কারো হৃদয়ে এমন কুমন্ত্রণার উদ্রেক হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। যদি গভীরভাবে চিন্তা ও প্রণিধান করা হয় তাহলে এরূপ কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাঁধতেই পারে না। গভীরভাবে চিন্তা না করার ফলেই কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাঁধে, যার কারণে বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই তারা বলে দেয় যে, আরো অনেক মুসলমান রয়েছে। এমন কুমন্ত্রণার ফলে মানুষ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি এমন লোকদের কতক পত্র দেখেছি, যারা বাহ্যতঃ আমাদের জামা'তে বয়আত করেছে অথচ তারা বলে, আমাদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, অন্য মুসলমানরাও বাহ্যতঃ নামায পড়ে, কলেমা পাঠ করে, রোযা রাখে, নেক কাজ করে এবং পুণ্যবান মনে হয়, তাহলে নতুন এই জামা'তের কী প্রয়োজন? এসব মানুষ আমাদের বয়আতভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এমন আপত্তি শুনে লিখে, আমরা এর উত্তর দিতে পারি নি। এ ধরনের পত্র পড়ে এমন লোকদের জন্য আমার আক্ষেপ ও করুণা হয়, কেননা তারা আমার আগমনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বোঝে নি। তারা শুধু দেখে যে, গতানুগতিকভাবে এরা আমাদের মতই বিভিন্ন ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে চলে আর খোদার নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে অথচ তাতে সত্যের বোধন থাকে না। (শুধু বাহ্যিক ও কৃত্রিমভাবে নয় বরং সত্যিকার অর্থে ইবাদত হওয়া উচিত এবং অন্য সব আবশ্যকীয় দায়িত্বও পালিত হওয়া উচিত।) তাই এ সব কথা ও কুমন্ত্রণা জাদুর মত কাজ করে। (অর্থাৎএরূপ কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাঁধে আর যেসব কথা এরা বলে এর প্রভাব তাদের ওপর জাদুর মত পড়ে।) সেই মুহূর্তে তারা চিন্তা করে না যে, আমার উদ্দেশ্য হল সত্যিকার ঈমান সৃষ্টি করা যা মানুষকে পাপের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। প্রথা ও অভ্যাসের দাসদের মধ্যে সে বিষয় নেই এবং তাদের দৃষ্টি সারবত্তার প্রতি নয় বরং বাহ্যিকতার প্রতি থাকে, আর তাদের হাতে কেবল খোসা রয়েছে যার মাঝে কোন শাঁস নেই।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৭-২৩৯, প্রকাশকাল ১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত)

অতএব মুসলমানরা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে ঠিকই কিন্তু তাতে কোন প্রাণ নেই, তাকওয়া নেই।

তিনি বলেন, যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করে তাদের কর্ম যদি নেক হতো তাহলে সেগুলোর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না?

তিনি (আ.) বলেন, এরা (অর্থাৎ কতক মুসলমান) বুঝে না যে, আমাদের মাঝে কোন বিষয়টি ইসলাম পরিপন্থি? (অ-আহমদী মুসলমানরা বলে) আমরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা পড়ি, নামায পড়ি, রোযার দিনগুলোতে রোযা রাখি, যাকাতও দিই [অর্থাৎ সব কাজই আমরা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করছি, এমন কোন বিষয় নেই যার জন্য তোমাদের সাথে যোগ দিলে ইসলামের মূলতত্ত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারব কেননা আমরা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি, নামায পড়ি, রোযা রাখি আর যাকাতও দিই। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো সবই অর্থহীন।] কিন্তু আমি বলছি যে, এদের সকল কর্ম সৎকর্ম নয় বরং সেগুলো শুধু খোসার ন্যায় যার ভিতর কোন মগজ বা শাঁস নেই। এগুলো যদি সৎকর্ম হতো তাহলে এর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না? সৎকর্ম হিসেবে এগুলো তখন গণ্য হতে পারে যখন সেগুলো সকল প্রকার ত্রুটি ও সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হবে, কিন্তু তাদের মাঝে এমন বিষয় কোথায়? আমি এটি বিশ্বাস করতে পারি না যে, এক ব্যক্তি মু'মিন ও মুত্তাকী হবে, পুণ্যবান হবে আবার সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির শত্রুও হবে। এরা আমাকে লাগামহীন ও নাস্তিক আখ্যা দেয় আর আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে না। আমি খোদার কসম খেয়ে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ্তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। তাদের হৃদয়ে যদি খোদা তা'লার কিছুটা মাহাত্ম্য এবং সম্মানও থাকত তাহলে তারা অস্বীকার করতে পারতো না। আর তারা ভয় করত যে, কোথাও আমরা খোদা তা'লার নামের অসম্মানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি না তো? কিন্তু এটি তখন সম্ভব যদি তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় প্রকৃত ও আসল ঈমান থাকত এবং পরকালকে তারা ভয় করত আর 'লা তাক্ফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম'- (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭)-আয়াত অনুসরণ" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৩, প্রকাশকা-১৯৮৫, লন্ডনে মুদ্রিত) অর্থাৎ সেই কথা বলো না, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।

মসীহ মওউদের আগমনের উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত নৈরাজ্য ও আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা এবং মহানবী (সা.)ও এ বিষয়েরই সংবাদ দিয়েছেন-এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মহানবী (সা.) শেষ যুগ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তখন দুই ধরনের নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিবে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ অপরটি বহিস্থ। অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য হলো, মুসলমানরা সত্যিকার হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, অপকর্মের ছত্রছায়ায় থাকবে, (তাদের মাঝে কোন নেককর্ম থাকবে না।) জুয়া, ব্যভিচার, মদপান এবং সকল প্রকারের পাপ ও কদাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করবে আর আল্লাহ্ তা'লার নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করবে। নামায, রোযা পরিত্যাগ করবে এবং খোদার আদেশ-নিষেধের অসম্মান করা হবে। কুরআনের বিধিনিষেধ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হবে। (এগুলো হলো অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থার বিকৃতি ঘটেছে, আর বেশিরভাগ মুসলমানের অবস্থা আজ এমনই। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রতি দেখুন! পরস্পরের উপর কীভাবে অন্যায় করছে?) আর বহিস্থ নৈরাজ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে। (এটিও আজকাল অনেক বেশি হচ্ছে।) আর সকল প্রকার মর্মপীড়াদায়ক আক্রমণের মাধ্যমে ইসলামের অসম্মান ও ইসলামকে ধ্বংসের অপচেষ্টা করা হবে। ঈসার প্রভুত্ব মানানোর জন্য এবং তার ক্রুশীয় অভিশাপের প্রতি ঈমান সৃষ্টির জন্য সকল প্রকার অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র করা হবে। বস্তুত অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ, এই উভয় ভয়াবহ নৈরাজ্যের সংশোধনের জন্য মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই এই সুসংবাদ লাভ হয়েছে যে, তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হবে যিনি বহিস্থ ফেতনা ও ক্রুশীয় ধর্মের ভিত্তিকে সমূলে উৎপাটন করবেন আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তার নাম মসীহ্ ইবনে মরিয়ম হবে। আর অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও বিভ্রান্তি দূরীভূত করে হেদায়াতের সঠিক পথ প্রতিষ্ঠা করবেন, এ কারণেই তিনি মাহদী আখ্যায়িত হবেন। আর وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ (সূরা আল জুমুআ : ৪)-আয়াতে এই সুসংবাদের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪৪-৪৪৫)

অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি, আমাদের খোদার সাথে সুসম্পর্ক এবং তাকওয়ার মান অন্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোটের উপর তিনি যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই চিত্র আমাদের হওয়া কাম্য নয়। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়া উচিত। আমাদের কর্ম সব সময় খোদার সন্তুষ্টিসম্মত এবং সৎকর্ম হওয়া উচিত। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"বয়আত করার পর মানুষের কেবল এটি মান্য করা নেওয়া উচিত নয় যে, জামা'ত সত্য, (সত্য গ্রহণ করেছি এটিই যথেষ্ট) আর এটি মানলেই সে কল্যাণমণ্ডিত হয়। শুধু মানলেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন না যতক্ষণ কর্ম ভালো না হবে। যেহেতু এই জামা'তভুক্ত হয়ে গেছ, অতএব নেক হওয়ার চেষ্টা কর, মুত্তাকী হও, সকল পাপ এড়িয়ে চল, এই সময় দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত কর, দিবারাত্র বিগলিতচিত্তে দোয়ায় রত থাক, পরীক্ষার সময় খোদার ক্রোধও প্রবল থাকে। এমন সময় দোয়া, বিগলিত ক্রন্দন, সদকা ও খয়রাত দাও, নম্র ভাষায় কথা বল, ইস্তেগফারকে নিজের রীতিতে পরিণত কর, নামাযে দোয়া কর। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মিনতি করতে গিয়ে কেউ মারা যায় না। শুধু মান্য করাই মানুষের উপকারে আসে না। মানুষ যদি মান্য করার পর সেটিকে অবজ্ঞা করে তাহলে এতে তার কোন লাভ হয় না। অতএব, বয়আত করে লাভ হয় নি- এমন অভিযোগ করা অর্থহীন। আল্লাহ তা'লা শুধু কথায় সন্তুষ্ট হন না।"

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 26 April, 2018 Issue No.17

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পুণ্যকর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থাৎ নেককর্ম কী– এর বর্ণনায় তিনি (আ.) বলেন,

"কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের পাশাপাশি সৎকর্মকেও রেখেছেন। সৎকর্মের সংজ্ঞা হলো এমন কর্ম যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও থাকেনা। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সব সময় চোর হানা দেয়। সেই চোর কী? (কোন ধরনের চোর লেগে থাকে কর্মের পিছনে?) সেটি হলো রিয়াকারী অর্থাৎ লৌকিকতা, (মানুষ যখন দেখনদারির জন্য কোন কাজ করে) আত্মতৃপ্তি, (অর্থাৎ কোন কাজ করে মনে মনে আনন্দিত ও গর্বিত হয়) আর বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম ও পাপ, যা তার দ্বারা সাধিত হয়, সেগুলোর ফলে মানুষের পুণ্যকর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। সৎকর্ম সেটি যাতে কোন অন্যায়, আত্মশ্লাঘা, দেখনদারি ভাব, অহংকার এবং মানুষের অধিকার আত্মসাৎ করার বিন্দুমাত্র চিন্তাও থাকেনা। পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায় একইভাবে সে পৃথিবীতেও রক্ষা পায়। (অর্থাৎ পরকালেও নেককর্মের কল্যাণেই রক্ষা হবে, নেককর্ম যদি থাকে তাহলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করবেন। একইভাবে পৃথিবীতেও মানুষ যদি সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে অনেক জাগতিক দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা পায়।) পুরো ঘরে যদি একজনও সৎকর্ম পরায়ণ মানুষ থাকে তাহলে পুরো ঘর রক্ষা পায়। নিশ্চিত জেনো! তোমাদের মাঝে যদি সৎকর্ম না থাকে তবে শুধু গ্রহণ করা কোন কাজে আসবে না। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়ার অর্থ হলো তাতে যা লেখা থাকে তা সংগ্রহ করে তা সেবন করা (ব্যবহার করা।) সে যদি সেসব ঔষধ ব্যবহার না করে শুধু ব্যবস্থাপত্র নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে তার কী লাভ হবে? এখন তোমরা তওবা করেছ তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা দেখতে চান, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে কতটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছ? এখন সেই যুগ এসেগেছে যখন আল্লাহ তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করতে চান। অনেকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করে না। মানুষের অভ্যন্তরীণ অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে অন্যথায় খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু। কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে আর কিছু লোক এমনও আছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিতও থাকে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'লা স্থায়ীভাবে ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। (সব সময় ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত।) যেন মানুষ সকল পাপের জন্য তা হোক বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ, সে তা জানুক বা না জানুক এবং হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এক কথায় সকল প্রকার পাপ থেকে ইস্তেগফার করতে থাকে। (অর্থাৎ এমন কোন জিনিস বা কর্ম যেন না থাকে অথবা দেহের কোন অঙ্গের যেন এমন কোন ব্যবহার না হয় যার ফলে পাপ হতে পারে। তাই ইস্তেগফার কর যেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপমুক্ত থাকে।) আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া পড়া উচিত আর সেই দোয়া কোনটি? তা হলো, "رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ" (সূরা আল আ'রাফ : ২৪) এই দোয়া আদিতেই গৃহীত হয়েছে। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করে না, সে শক্তির অতীত কোন বিপদে নিপতিত হবে এমনটি মোটেই আশা করা যায় না । (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে জীবন অতিবাহিত করে সে কখনো অস্বাভাবিক কোন সমস্যা ও বিপদে নিপতিত হয় না।) তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আপদ আপতিত হয় না। যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, "رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ" । তিনি (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো সব কিছুই তাঁর হাতে, তা উপকরণের মাধ্যমে করুক বা উপকরণ ছাড়া। " (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৬) আল্লাহ্ তা'লা কোন মাধ্যম সৃষ্টি করুন বা না করুন সব কিছুই খোদার হাতে রয়েছে। কাজেই এই দোয়া পড়া উচিত আর এই উভয় দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন এবং অনুধাবন করুন।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনে থাকি তাহলে এই মান্য করা ও বয়আতের সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা কি আমরা পালন করছি? আমি প্রায় সময় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ বিষয়টি সামনে আসে যে, আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যারা সঠিকভাবে নামায পড়েন না, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগই নেই। কিছু মানুষের তো ইস্তেগফারের প্রতি আদৌ মনোযোগ নেই। পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ নেই। অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা সৎকর্ম করছি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা আমরা পালন করছি? অন্যরা না মেনে পাপ করছে। যারা মানে নি, অস্বীকার করছে তারা পাপ করছে, আর আমরা মানার পর নিজেদের মাঝে পরিবর্তন না এনে এবং একটি অঙ্গীকার করে তা রক্ষা না করার কারণে পাপ করছি। তাই গভীর উৎকণ্ঠার সাথে আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন শুধু প্রথাগতভাবে মসীহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন না করে বরং মসীহ্ মওউদকে মানার সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায়, তা পালনকারীও হই। সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সব সময় স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

আজ একটি ঘোষণা রয়েছে বরং এটি একটি আনন্দ সংবাদও বটে। 'আল্ হাকাম' পত্রিকা যা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হতো, পুনরায় এর প্রকাশনা ১৯৩৪ সনে শুরু হয় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায়। আজকে ইংরেজী ভাষায় এখান থেকে সেটি চালু হচ্ছে আর আজকে মসীহ মওউদ দিবসও বটে। এই পত্রিকাটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের প্রথম পত্রিকা ছিল। এটি কম সংখ্যায় ছাপা হবে কিন্তু ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। খুতবার অব্যবহিত পরেই www.alhakam.org ওয়েব সাইটে এটি পাওয়া যাবে। একইভাবে মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট ইত্যাদির জন্য 'আল্ হাকাম' নামে অ্যাপও পাওয়া যাবে যা ডাউনলোড করে এই পত্রিকাটি খুব সহজেই পাঠ করা যাবে। এই App প্রচলিত মোবাইল ফোন সিষ্টেম যেমন অ্যাপেল ও এ্যান্ড্রয়েড–এ ডাউনলোড করার জন্য খুতবার অব্যবহিত পরেই পাওয়া যাবে। এবারের সংখ্যাটি মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষেত বিশেষ সংখ্যা। এরপর থেকে প্রত্যেক জুমুআর দিন নতুন সংখ্যা আপলোড হবে আর ছাপাও হবে কিন্তু সংখ্যায় কম হবে। যাহোক এটি থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ্ করুন, এবার এই পত্রিকার চালু হওয়া যেন স্থায়ী হয় আর এটি যেহেতু ইংরেজী ভাষায় হবে তাই ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষের এটি থেকে বেশি লাভবান হওয়া উচিত।

****

প্রথম পাতার শেষাংশ....

বৎসর। আমার মনে হইল (এই বালকটি) একজন ফেরেশতা। সে আমাকে ডাকিল না কি আমি নিজেই গেলাম তাহা মনে নাই। কিন্তু যখন আমি তাহার মাচানের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম তখন সে আমার হাতে একটি রুটি দিয়া বলিল, এই রুটি নাও। ইহা তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য। রুটিটি ছিল খুবই স্বচ্ছ। উহা জ্বলজ্বল করিতেছিল। উহা এত বড় ছিল যেন চারটি রুটির সমান ছিল। সুতরাং দশ বৎসর পরে এই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটিল। যদি কেহ সরল অন্তঃকরণে কাদিয়ানে আসিয়া অবস্থান করে তবে সে বুঝিবে ঐ রুটিই, যাহা ফেরেশতা দিয়াছিল, তাহা দুই বেলা আমরা অদৃশ্য হইতে পাইয়া থাকি। কয়েকটি পরিবার দুই বেলা এখান হইতে রুটি খাইয়া থাকে। কয়েকজন অন্ধ, খোঁড়া ও মিসকিন দুইবেলা এই লঙ্গরখানা হইতে রুটি লইয়া যায়। চারিদিক হইতে মেহমান আসে। রুটি ভক্ষণকারীদের গড় সংখ্যা প্রতিদিন দুইশত, কখনো তিনশত এবং কখনো ইহার অধিক হইয়া থাকে। তাহার দুইবেলা এই লঙ্গরখানা হইতে রুটি খাইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যয় এই মেহমানদারী হইতে পৃথক। অনেক মিতব্যয়িতার পরও গড়ে প্রতিমাসে পনেরোশত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু খরচ আছে, যাহা এই ব্যয় হইতে পৃথক। খোদার এই মো'জেযা আমি ২০ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, অদৃশ্য হইতে আমরা এই রুটি পাইয়া থাকি। জানা থাকে না কাল কোথা হইতে আসিবে। কিন্তু আসিয়া থাকে। হযরত ঈসার হাওয়ারীদের তো এই দোয়া ছিল যে, হে খোদা! আমাদেরকে প্রতি দিনের রুটি দাও। কিন্তু করুণাময় খোদা দোয়া ব্যতীতই আমাদিগকে প্রতি দিনের রুটি দিতেছেন। ফেরেশতা যেভাবে বলিয়াছিল যে, এই রুটি তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য, ঠিক তদ্রূপেই করুণাময় খোদা আমাকে ও আমার সঙ্গেকার দরবেশদিগকে প্রতিদিন নিজের পক্ষ হইতে এই নিমন্ত্রণ জানাইয়া থাকেন। অতএব, তাঁহার প্রতিদিনের নূতন নিমন্ত্রণ আমাদের জন্য এক নূতন নিদর্শন হইয়া থাকে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৮৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.